শাইখ খালিদ আর রশিদ

পুণ্যময় আখেরাত

জুবায়ের রশিদ

অনূদিত

Scanned with CamScanner

পুণ্যময় আখেরাত

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

জুবায়ের রশীদ
অনূদিত

শুভ চিন্তা শুভ প্রকাশ
হাসানাহ
পা•ব•লি•কে•শ•ন

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা..... ৭
পুণ্যময় আখেরাত..... ৯
চলে মুসাফির ফুরিয়ে বেলা..... ৯
কুরআনের ভাষায় ওরা নির্বোধ..... ১১
ধ্বংস নয় এসো নির্মাণ করি..... ১২
ঈমান পুণ্যময় প্রাসাদের শিকড়..... ১৩
প্রকৃতার্থে মুমিনগণই সফল..... ১৪
জাগরে গাফেল সরিয়ে ঘুমের পর্দা..... ১৫
ঈমান যখন জাগবে তোমার..... ১৬
আসক্ত নয় নিরাসক্ত হও..... ১৮
কোন দহনে আজ পুড়ছে হৃদয়..... ১৯
প্রকৃত শান্তি কোথায়?..... ২১
পাপ পুণ্যের চোরাবালি..... ২২
ঈমান কেন বাড়ে..... ২৫
পূর্ণ করো আমলের পাল্লা..... ২৬
অনুতপ্তের অশ্রুতে..... ২৬
তারা ছিলেন অটল অবিচল..... ২৯
ভালোবাসায় উত্তীর্ণ এক সাহাবী..... ৩০
আল্লাহর শপথ এর নামই ঈমান..... ৩২
যুবকের হৃদয়ে ঈমানের প্রশান্তি..... ৩৪
বিপদসঙ্কুল পথ হুশিয়ার মুসাফির..... ৩৭
প্রয়োজন ফিকরে আখেরাত..... ৪০
কেন জাগ্রত হয় না ভয়..... ৪২
একজন হাসান বসরি এবং আমাদের তফাত..... ৪৪
আনুগত্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে প্রতিদান..... ৪৭
রাসূলের সাথে এক সাহাবির কথোপকথন..... ৪৭
দ্বীনের স্তর তিনটি..... ৪৯
কে উত্তম কে অধম..... ৪৯

Scanned with CamScanner

এসো শামিল হই পুণ্যের কাফেলায় ৫১
নামাজ জীবনকে সুসংহত করে ৫৩
আনুগত্যই হৃদয়ের চিকিৎসা..... ৫৪
প্রার্থনায় সদা বিগলিত হও ৫৫
জান্নাতের সুসংবাদ.....৫৬
সুরা যুমারে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের বর্ণনা ৫৮
একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা.....৫৯
কেয়ামত সন্নিকটে ৬৪
কেয়ামত দিবসের অবস্থা ৬৯
কেয়ামত দিবসে মানুষের পরিণতি..... ৭৮
হাশরের ময়দানে সুপারিশ ৭৯
আমলের পরিমাপ ৯১
পুলসিরাত ৯২
জান্নাত ও জাহান্নাম.....৯৬

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের কথা

মানব জীবনের ধারাবাহিক দুটি স্তর–পার্থিব ও আখেরাত। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখেরাত চিরস্থায়ী–অনন্ত অনাদি। পার্থিব জীবনের সূচনা ও পরিসমাপ্তি উভয়টি রয়েছে। কিন্তু আখেরাতের সূচনা থাকলেও পরিসমাপ্তি নেই। এর শুরু আছে ঠিকই কিন্তু শেষ নেই। সত্যিই এ আমার রবের এক আশ্চর্য নিয়ম! চিরস্থায়ী আখেরাতের ভাগ্য ঝুলে থাকে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ওপর। মাত্র ষাট-সত্তর বছরের আলোকে নির্মিত হয় বান্দার অসীম অনন্ত জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। সত্যিই, এ এক বিস্ময়জাগানিয়া রহস্য। পার্থিব এ সময় যার সৌকর্যমণ্ডিত ও পুণ্যময় হবে চিরকালীন আখেরাত হবে তার জন্য শান্তি ও সুখের। আর এ পুরো সময় যে অসুন্দর ও পাপের চাষাবাদ করবে তার জন্য হবে নিদারুণ কষ্ট ও অনিঃশেষ যন্ত্রণার। প্রকৃতার্থে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তো তারাই যারা প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

তাই প্রত্যেকটি মানুষের উচিত সফলতা ও ব্যর্থতার এ মানদণ্ড সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা। দুনিয়াতে আগমনের কারণ এবং স্রষ্টার সৃষ্টি-দর্শন নিয়ে নিবিড় মনোনিবেশ করা। জন্মের পর পরিণত বয়সে এ কথা ভুলে না যাওয়া— এর একদিন সমাপ্তি আছে। প্রত্যেক জিনিস তার শিকড়ের দিকে যাত্রা করে। তাহলে মানুষের শিকড় কোথায়? হে মুসাফির! কোথায় তোমার মনজিল? বুদ্ধিমান তো তারাই যারা ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বেই গন্তব্য নির্ধারণ করে নেয়। তাই আমাদের উচিত আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে নেওয়া। জেনে রাখো! আমাদের গন্তব্য হলো আখেরাত। আমাদের শিকড় হলো আলমে আরওয়াহ বা রুহের জগৎ। মানুষ জানুক চাই না জানুক; অবশ্যই সে তার গন্তব্যের দিকেই যাত্রা করছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, গন্তব্যের ঠিকানা জানা ও না জানার মাঝে। যে জানে সে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আখেরাত তার জন্য পুণ্যময়। সুখদ। প্রশান্তির। যে জানে না সে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। আখেরাত তার জন্য অন্ধকার। শ্বাপদ। কণ্টকাকীর্ণ।

শাইখ খালিদ আর রশিদ হাফিজাহুল্লাহ একজন খ্যাতিমান দাঈ। অবস্থানগত দিক দিয়ে তিনি আরবের দাঈ হলেও মূলত বিশ্বব্যাপী চলমান তার দাওয়াতের কার্যক্রম। অফলাইন ও অনলাইন উভয় ধারায় সমানভাবে বিস্তৃত ছিল তার দাওয়াত ও মিশন। প্রযুক্তির কল্যাণে আজও তার উদাত্ত আহ্বান উম্মাহকে জাগ্রত করছে। তার প্রতিটি বয়ান মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হচ্ছে। তার লেখা, তার লেকচার পথহারা মানুষের জীবনকে করছে দীপান্বিত। আলোকিত করছে গাফেল, উদাসীন মুসলমানদের। আরব তরুণদের প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি।

Scanned with CamScanner

আরবের প্রজ্ঞাবান এই শাইখ বর্তমান সৌদি সরকারের রোষানলে কারাজীবন ভোগ করছেন। মহান রবের নিকট দোয়া করি এবং সকলের দোয়া কামনা করি, তিনি যেন সমকালীন বিশ্বের মহান এই আলেম ও দাঈকে জালিমের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে পুনরায় উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করার তাওফিক দান করেন। তার ভরাট কণ্ঠের হৃদয়স্পর্শী আহ্বান যেন ফের মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের কর্ণকোহরে ধ্বনিত হয়। মুসলিম যুব ও তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে যেন আবারো ঢেউ তুলে তার উদাত্ত আহ্বান। খালিদ বিন ওয়ালিদ ও মুসআব ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেতনা ও রক্তকে ধারণকারী বীর সৈনিক আপনি দীর্ঘজীবী হোন। জয় হোক আপনার। বোধোদয় হোক আপনার শত্রুদের। মাত্র একটি বয়ানের জন্য তারা দীর্ঘ পনের বছর আপনাকে অন্ধকার গৃহে বন্দি করে রেখেছে। বঞ্চিত করছে উম্মাহর অজস্র সদস্যকে আপনার দরদীয় প্রেমার্ত কণ্ঠ থেকে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আরব শাইখ মুহতারাম খালিদ আর রশিদ হাফিজাহুল্লাহর দুটি লেকচারের অনুবাদ। তার প্রতিটি লেকচার আরবি, ইংরেজি-সহ পৃথিবীর বহুল প্রচলিত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। বাংলাভাষী পাঠককে শাইখের হৃদয়স্পর্শী ও আত্মবিগলিত লেখার সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে দাওয়াতি মেজাজ থেকে আমাদের এই শ্রম। গ্রন্থটি পাঠকের জীবনকে নতুন রঙে, নতুন চিন্তায় এবং নতুন স্বপ্নে তাড়িত করবে। ভেতরে জাগ্রত করবে ঈমানের আত্মমর্যাদা। আল্লাহর নির্দেশ এবং নবীজির সুন্নাহর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে গভীরভাবে।

গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে রুচি ও সৃজনশীলতায় উত্তীর্ণ হাসানাহ পাবলিকেশন। একটি কল্যাণমূলক দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা তাদের প্রকাশনীর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের গ্রন্থ নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদাশীল করুন। তাদের সকল খিদমাহ কবুল করুন।

লেখক, অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কবুল করুন। দুনিয়াতে সম্মানিত করুন এবং পরকালে মুক্তির মাধ্যম বানান।

মুফতী জুবায়ের রশীদ
মুশরিফ (ইফতা)
মারকাযুল উলুম আল-ইসলামিয়া
উত্তরা, ঢাকা।

Scanned with CamScanner

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسلِمُونَ

পার্থিব জীবনে আমাদের দৃষ্টান্ত হল, ওই পথিকের ন্যায় যে তার গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে দূরের কোন গন্তব্যে। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, বহু খানাখন্দ মারিয়ে যেখানে সে একদিন পৌঁছে যাবে ঠিকই, কিন্তু ফিরে আসবে না কখনো। আমরা আজন্ম এক সফরে আছি। অত্যন্ত সুদীর্ঘ সে সফর। যার সূচনা হলো দুনিয়া আর পরিসমাপ্তি হলো আখেরাত। আমাদের জীবন যেন এক অনিঃশেষ মুসাফিরের নাম। এই ভ্রমণে প্রয়োজন এমন কিছু পাথেয়; যা আমাদেরকে উপকৃত করবে এবং গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। পাথেয় এবং উপকরণ যদি কম হয় এবং এগুলোর মূল্য যদি হয় বেশি তাহলে সফর হবে আরামদায়ক, তৃপ্তি ও প্রশান্তির। পক্ষান্তরে পাথেয় এবং উপকরণ যদি হয় অধিক এবং এসবের মূল্য যদি হয় স্বল্প তাহলে সফর হবে কণ্টকাকীর্ণ, বন্ধুর। কাঙ্ক্ষিত পথ পাড়ি দিতে জীবন হবে ততই ওষ্ঠাগত।

চলে মুসাফির ফুরিয়ে বেলা

আমাদের চলমান এই সফর দুনিয়া থেকে আখেরাতের দিকে ধাবমান। প্রতিনিয়ত দুনিয়ার পথ সমাপ্ত করে আমরা আখেরাতের দিকে যাত্রা করছি। যেটি আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। পেছনের পথ যত পেরিয়ে যাচ্ছি আখেরাত ততই আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছে। আমি প্রায়শই একটি উপমা পেশ করে থাকি; যাতে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে প্রকৃত বাস্তবতা। আর তা হলো, জনৈক ব্যক্তি একটি অট্টালিকা নির্মাণ শুরু করল। দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং অবিরাম শ্রমের পর সেটির নির্মাণ সমাপ্ত হলো। আর তখনই তার মালিক একটি ভারী ও শক্ত শাবল দিয়ে প্রাসাদের দেয়ালে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে লাগল।

Scanned with CamScanner

শাবলের ক্রমাগত আঘাতে অট্টালিকাটি ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পূর্বে যেটি সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটি এখন দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। দেখতে কী অসুন্দর আর কুৎসিত। আমরা ওই ব্যক্তিকে ঠিক কী বলে সম্বোধন করব? যদি কিছু না বলি, অন্তত এতটুকু তো বলব, সে একজন পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। বিবেক-বুদ্ধির ন্যূনতম বালাই নেই তার মাঝে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! বর্তমানে আমাদের প্রকৃত অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির মতোই। যখন রহমত মাগফেরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে আগমন করে মহিমান্বিত রমজান মাস, তখন দলে দলে লোকেরা মসজিদের দিকে ছুটে। আল্লাহর নিকট অনুনয়-বিনয়ের সাথে দোয়া করে। দীর্ঘ এক মাস অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে রমজানের সিয়াম পালন করে। কুরআন তিলাওয়াত এবং জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। এসব হলো পাথেয়, যার দ্বারা মুসাফির পথিমধ্যে নিজের প্রয়োজনাদি পূরণ করে। কিন্তু যখনই রমজান বিদায় নিয়ে চলে যায় অমনি সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। পূর্বের ন্যায় অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যায়। গুনাহ ও পাপাচারের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ফলে সে তার এক মাসের পালিত সিয়াম বিনষ্ট করে। নামাজ আদায় করে না। আজান হলেও মসজিদের দিকে ছুটে যায় না। কুরআন তিলাওয়াত, জিকিরের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কেমন যেন দীর্ঘ এক মাস সিয়াম পালন করে, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া, কান্নাকাটি করে যে অট্টালিকাটি নির্মাণ করেছে সেটি ভেঙে ফেলেছে রমজানের পর।

Scanned with CamScanner

কুরআনের ভাষায় ওরা নির্বোধ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের ব্যাপারে বড় চমৎকার একটি উপমা পেশ করেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا

'তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা শক্তভাবে পাকানোর পর তার পাক খুলে দেয়।'[১]

আল্লাহ তায়ালা আমল বিনষ্টকারী লোকদের ওই মহিলার সাথে তুলনা করেছেন যে তার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও শ্রমের পর সুতাকে শক্তভাবে পাকিয়েছে। আর যখন সেটি পূর্ণতায় পৌঁছল তখনই সুতার পাক খুলে দিয়ে সেটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছে। দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার কোনো মূল্য আর অবশিষ্ট রইল না। অযথা বৃথা গেল তার শ্রমটুকু। নামাজ, রোজা, ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকিরসহ যাবতীয় পুণ্য কাজ করার পর যখন মুসাফির পথের পাথেয় ও সামগ্রী সঞ্চয় করেছে, তখন সে যেন নিমিষেই তা পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন পূর্বের ন্যায় পাথেয় এবং সামগ্রীবিহীন পথ পাড়ি দিতে হবে। আর মাঝখানে অযথাই কষ্ট করল। পরিশেষে তার ভাগ্যে জুটলো নিদারুণ পরিহাস, দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা। দুনিয়ার অসম্মান এবং আখেরাতের শাস্তি।

---

১ সুরা নাহল: ৯২।

Scanned with CamScanner

ধ্বংস নয় এসো নির্মাণ করি

হে আমার প্রিয় বন্ধুরা! ধ্বংস অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নির্মাণ খুবই কঠিন। প্রতিটি নির্মাণই সীমাহীন প্রচেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সময়ের। কিন্তু সেটি ধ্বংস করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না। অধিক চেষ্টা ও শ্রমের দরকার পড়ে না। চার বা ছয় তলার একটি ভবন এক মুহূর্তে ভেঙে ফেলা সম্ভব। কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরব্যাপী যেটি নির্মাণ করা হয়েছে সেটি কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস করা অসম্ভব নয়। চূড়ায় আরোহণ করা বেশ কঠিন। প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। প্রচণ্ড কষ্ট ও পরিশ্রম শেষে তবেই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে হয়। কিন্তু সেখান থেকে নিচে অবতরণ করা খুবই সহজ। তখন কষ্ট ও পরিশ্রমের দরকার হয় না। খুব সহজেই সেখান থেকে অবতরণ করা যায়।

ঠিক তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে। অধিকাংশ মানুষ এমন, যারা দীর্ঘ কষ্ট ও পরিশ্রমে আমল করে। নেক কাজের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তার আমলের পাল্লা। নির্মাণ করে আখেরাতের জন্য সুদৃঢ় প্রাসাদ। কিন্তু শয়তান তাদের ধোঁকায় ফেলে নিমিষেই সকল আমল নষ্ট করে দেয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টা শেষে অর্জন বলতে কিছুই থাকে না তখন। শয়তান মানুষের অগ্রযাত্রা ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বড় প্রতিবন্ধক। সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে শয়তান অসংখ্য কর্মপন্থা ছড়িয়ে রেখেছে চারপাশে।

Scanned with CamScanner

ঈমান পুণ্যময় প্রাসাদের শিকড়

মূল বিষয় হলো ঈমান। আখেরাতের জন্য নির্মিত সেই পুণ্যময় প্রাসাদ ধ্বংস হবে নাকি অটুট থাকবে এর সমাধান হবে ঈমানের ভিত্তিতে। কারো ঈমান যদি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয় তাহলে তার আমল দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ ধ্বংস হবে না। শয়তান তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে কারো ঈমান যদি হয় দুর্বল ও ভঙ্গুর, তাহলে তার আমলের মাধ্যমে নির্মিত অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে যাবে। শয়তান তাকে সহজেই পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে তার আমল ততই অধিক হবে। আখেরাতের জন্য নির্মিত প্রাসাদ ততই অটুট ও মজবুত থাকবে। আর যার ঈমান যত দুর্বল হবে তার আমল হবে তত নড়বড়ে।

ইরশাদ হয়েছে,

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

> 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।'[২]

কারো আমল বিনষ্ট হয় না, আবার কারো আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। কারো প্রাসাদ অক্ষত থাকে আবার কারো প্রাসাদ ধসে পড়ে। দুই শ্রেণির মাঝে ব্যবধান হবে ঈমান শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার ভিত্তিতে। যাদের ঈমান শক্তিশালী তাদের কোনো ভয় নেই। আর যাদের ঈমান দুর্বল তাদের জন্য রয়েছে সমূহ দুর্গতি। আমল করে তারা আখেরাতের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে থাকবে, ঈমানের দুর্বলতার কারণে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে আমল করার পরও তারা শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। গুনাহ ও পাপাচারিতায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে তা নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। ঈমান যদি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয় তাহলে মসজিদ থেকে যখনই মুয়াজ্জিনের আজানের সুর ভেসে আসবে তখনই সে ছুটে যাবে মসজিদের দিকে। সকল

---

২ সুরা শুরা: ৩৬।

Scanned with CamScanner

ব্যস্ততা ফেলে তার হৃদয়-মন ব্যস্ত হয়ে পড়বে মসজিদে যাওয়ার জন্য। জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য। আর ঈমান যার দুর্বল, তার কর্ণকোহরে যতই মুয়াজ্জিনের আজানের ডাক ভেসে আসুক না কেন সে তাতে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আজানের ডাক তার অন্তরে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। হয়তো কখনো আজানের ডাকে সাড়া দেবে, কখনো দেবে না। ব্যস্ততার অজুহাতে সে নামাজের ওপর তার কাজকে প্রাধান্য দেবে। ফজরের সময় নামাজের ওপর ঘুমকে প্রাধান্য দেবে। একবার যাবে তো বহুবার যাবে না। জেনে রেখো! আল্লাহর আনুগত্য ও আমলের মাঝে তারতম্য হয় ঈমানের তারতম্যের কারণে।

প্রকৃতার্থে মুমিনগণই সফল

দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফল তারাই যাদের ঈমান পরিপূর্ণ। যাদের ঈমান তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ও আমলের প্রতি ধাবিত করে।

ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘প্রকৃতার্থে মুমিনগণই সফল; যারা তাদের নামাজে একনিষ্ঠ, যারা অহেতুক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা দান করে এবং যারা তাদের গুপ্তাঙ্গ সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে কোনো দোষ হবে না। কিন্তু এর বাইরে অন্যদের কামনা করলে তারা

Scanned with CamScanner

সীমালঙ্ঘনকারী হবে। মুমিন তারা যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। এরাই হলো প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যারা বেহেশতের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [৩]

জাগরে গাফেল সরিয়ে ঘুমের পর্দা

একজন গভীর রাতে কিংবা রাত্রির শেষ প্রহরে ঘুমিয়েছে। মুয়াজ্জিন যখন সকলকে الصلاة خير من النوم [ঘুম থেকে নামাজ ভালো] বলে আহ্বান করে তখন সে অপ্রস্তুত ঘুম থেকে জেগে ওঠে। শারীরিক ক্লান্তি ও অক্ষমতা সত্ত্বেও ছুটে যায় মসজিদের দিকে। পক্ষান্তরে অন্য একজন রাতভর ঘুমানোর পরও তার কানের কাছে যদি ঘণ্টি পেটানো হয় তবুও সে জাগে না। নামাজের জন্য তার ন্যূনতম আগ্রহ নেই।

এ দু-জনের মাঝে পার্থক্য কোথায়? কেন একজন সমস্ত ক্লান্তি ও অক্ষমতা সত্ত্বেও ছুটে যায় মসজিদের দিকে এবং অন্যজনের রাতভর ঘুমানোর পরও জাগ্রত হয় না অলসতার চাদর সরিয়ে। শক্তিশালী ঘণ্টি বাজানোর পরও তার চেতনা জাগে না। হ্যাঁ, এটিই ঈমান। ইহাই ঈমানের প্রভাব। একজন আমলের প্রাসাদ নির্মাণ করছে, আরেকজন ধ্বংস করছে। এর প্রকৃত কারণ হলো, তাদের মাঝে রয়েছে ঈমানের তারতম্য। ঈমানের সুদৃঢ়তা ও দুর্বলতা। ঈমানের অবিচলতা আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর দুর্বল ঈমান অবাধ্যতা ও নাফরমানির দিকে তাড়িত করে। মুসলমানদের জীবনে আজ যে বিষয়টি চির সত্য ও বাস্তব বলে প্রমাণিত, তা হলো ঈমানের দুর্বলতা। মুসলমান আজ হৃদয় থেকে ঈমানের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ঈমানের আলো থেকে তারা দূরে সরে গেছে। উম্মাহর সকল অধঃপতন ও নির্মমতার একমাত্র কারণ হলো, ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়া। মুসলমানদের হৃদয়ে আজ যে পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট রয়েছে পৃথিবীতে তাদের শক্তিও সেই পরিমাণ।

---

৩ সুরা মুমিনুন: ১-১১

Scanned with CamScanner

সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহিনের যুগে মুসলমানদের ঈমানি শক্তি ছিল বেশি, তাই পৃথিবীতে তাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব ছিল বেশি। অর্ধ পৃথিবী তারা রাজত্ব করেছে। বহু সভ্যতা, বহু সংস্কৃতির পতন ঘটিয়ে তারা সেখানে উড়িয়েছে কালিমার পতাকা। তাদের ঈমানি শক্তির সামনে লুটিয়ে পড়েছে কাফের ও বেদ্বীনদের সকল শক্তি ও ষড়যন্ত্র। আর বর্তমানে মুসলমানের হৃদয়ে ঈমানি শক্তি বলতে কিছু নেই। ফলে পৃথিবীময় আজ তাদের পরাজয়ের করুণ দশা। দেশে দেশে আজ মুসলমানরা নির্যাতিত। তাদের নিপীড়নের আর্ত-চিৎকারে ভারী হয়ে আছে আকাশ বাতাস। মুসলমান সেদিন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে যেদিন তাদের ঈমানি শক্তি ফিরে পাবে। অত্যাচার নির্যাতনের যাতাকল থেকে উম্মাহ মুক্তি লাভ করবে সেদিন যেদিন উম্মাহর প্রতিটি সদস্য ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান হবে। সুতরাং জয় পরাজয়ের মাপকাঠি হলো ঈমান।

ঈমান যখন জাগবে তোমার

মুমিন তার ঈমান অনুযায়ী আমল করে। ঈমান অনুপাতে সে তার আমলের প্রাসাদ নির্মাণ করে। যার ঈমান শক্তিশালী সে কখনো মন্দ প্রবৃত্তি, দুনিয়ার স্বাদ ও শয়তানি ধোঁকায় পতিত হয় না। যার ঈমান দুর্বল সে সামান্যতেই প্রবৃত্তি, দুনিয়ার আসক্তি এবং শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়। অবাধ্যতা, নাফরমানিতে অতি সহজে লিপ্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ আল্লাহর নিকট একবার চাইলেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার ডাকে সাড়া দেন। আর কেউ কেউ হাজারবার ডেকেও ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন না। কেন এই পার্থক্য? কেন এত ব্যবধান? এই পার্থক্য ও ব্যবধানের একমাত্র কারণ হলো ঈমান। ঈমান সবকিছুর মাঝে পার্থক্য রচিত করে। ঈমান যাদের সুদৃঢ় তাদের অন্তর জীবিত। তাদের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ভয়। সকল কাজে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তাদের অন্তরে এ অনুভূতি বিরাজমান থাকে যে, আমি যা কিছু করছি তার সবকিছু আল্লাহ দেখছেন। আমার কিছু থেকে কিছুই তার জ্ঞানের বাহিরে নয়। এ অন্তরকে বলা হয় জীবিত অন্তর। ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত অন্তর।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে বারবার বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

'হে ঈমানদারগণ! হে ঈমানদারগণ! হে ঈমানদারগণ!

আল্লাহ তায়ালা এ বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা সবকিছুর ফয়সালা ও পরিমাপ হবে ঈমানের ভিত্তিতে। ঈমানই সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি। সম্মান ও অপদস্থতার মানদণ্ড।

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ঈমান আনো।'[৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে ঈমান আনার কথা বলেছেন। কেন! তারা কি মুমিন নয়? হ্যাঁ, তারা মুমিন। তথাপিও আল্লাহ তায়ালা ঈমান আনয়নের কথা বলেছেন, মূলত ঈমানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঈমানকে সংরক্ষণ করো। ঈমানের প্রতি যত্নবান হও। ঈমানের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করো। ঈমানকে অন্তরে শক্তিশালী ও সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে নাও।

ঈমান দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, আখেরাতের চেয়ে দুনিয়ার প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া। দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হওয়া। দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে অধিক চিন্তা-ভাবনা করা। মানুষের হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি হওয়ার পর তা ক্রমাগত দুর্বল অথবা শক্তিশালী হয়।

---

৪ সুরা নিসা: ১৩৬।

Scanned with CamScanner

আসক্ত নয় নিরাসক্ত হও

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা কেন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হই। যার ধ্বংস অনিবার্য, যার পতন অবশ্যম্ভাবী, যার বিনাশ সুনিশ্চিত তার প্রতি কেন আমাদের মোহ তৈরি হয়? আখেরাতের প্রতি কেন আমাদের অন্তরে আগ্রহ তৈরি হয় না। অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী। যার সূচনা আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই। যার কোনো ধ্বংস নেই। বিনাশ নেই। অনন্তকাল-ব্যাপী যা চলমান থাকবে।

রিজিকের অন্বেষণে ভোরের পাখিরা যখন ডানা মেলে উড়ে যায় দূর অরণ্যে তখন তারা নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়া মুসল্লিদের দেখে বলে, 'সফলতা কেবল তাদের জন্য যারা নামাজি। সফলতা তাদের জন্য যারা আল্লাহর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে প্রবেশ করেছে।' আর কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা সূর্যোদয়ের পর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। কিন্তু এজন্য হৃদয়ে তাদের কোনো প্রকার আক্ষেপ জাগে না। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা লজ্জিত হয় না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً

'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে
তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি।'

Scanned with CamScanner

কোন দহনে আজ পুড়ছে হৃদয়

জনৈক ব্যক্তি একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'একদিন আমি এক ব্যক্তির কর্মস্থলে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমি দেখি তার চেহারায় অস্থিরতা ও চিন্তার ভাঁজ। পেরেশানিতে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে আছে। তাকে দেখে আমার মনে হলো, হয়তো বড় কোনো বিপদ তার ওপর পতিত হয়েছে। তার পরিবার-পরিজন অথবা তার ধন-সম্পদের ওপর নেমে এসেছে ঘোর কোনো মুসিবত। যার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অবয়বেও। আমি তাকে বললাম, চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ, ভালো হয়ে যাবে। আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কেননা, এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, বিপদে পতিত হলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া। আমার কথা শুনে লোকটি দারুণ চটে গেল। বলল, চুপ করুন। এমন সুযোগ আর কখনো ফিরে আসবে না। এর ক্ষতিপূরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। হায়! আর কখনো ফিরে আসবে না এ সুযোগ।

আমি তাকে বললাম, সময় ব্যতীত পৃথিবীর সবকিছুই ফিরে আসে। সময় ব্যতীত সবকিছুরই ক্ষতিপূরণ রয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, কোন সে জিনিস যা তার হারিয়ে গেছে এবং আর কখনো ফিরে আসবে না? হে আল্লাহর বান্দাগণ! লোকটি কী বলেছে শোনো। আমার একটি ছয় তলা ভবন ছিল। প্রথম তলা পুরোটাই ছিল ব্যাবসার জন্য দারুণ উপযোগী। কিন্তু আমি সেটি খুব সস্তা ও নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছি। তার কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, ইন্নালিল্লাহি...! মুসলমান আজ কোন জিনিসের জন্য আফসোস করছে! কোন জিনিসের জন্য তাদের অন্তরে এত মর্মজ্বালা। শেষে আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী।

ইরশাদ হয়েছে,

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

'তা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য

Scanned with CamScanner

হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদের।'[৫]

কিন্তু শোনো, আজ কীসের জন্য আমরা ক্রন্দন করছি। শোনো, কোন জিনিসের আক্ষেপে পুড়ছে আমাদের অন্তর। পক্ষান্তরে দেখো হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কোন জিনিসের জন্য ক্রন্দন ও সীমাহীন আক্ষেপ করেছেন। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই মহান সাহাবি যিনি শরিয়তের হালাল-হারাম সম্পর্কে ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত মুয়াজকে বলেছিলেন,

والله إني لأحبك يا معاذ

'হে মুয়াজ! আল্লাহর শপথ!

আমি তোমাকে অত্যধিক ভালোবাসি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন, যে আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমল করে আখেরাতের জন্য নির্মাণ করেছে পুণ্যের প্রাসাদ এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। যে রাতে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুমুখে পতিত হন সে রাতে তিনি বারবার তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ভোর উদিত হয়েছে কি? ছেলে বলল—না, আর খানিক পর। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণ পর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ভোর উদিত হয়েছে কি? ছেলে জবাব দিলো—না, আরো খানিক পর। কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞেস করলেন, ভোর উদিত হয়েছে কি? ছেলে জবাব দিলো—হ্যাঁ, রাত অতিবাহিত হয়েছে। উদিত হয়েছে ভোর। তখন আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবি হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন রাত থেকে যে রাত আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। অতঃপর যখন মৃত্যু তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। তখন তিনি অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সুরে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে ডেকে বলেন হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভয় করি। এবং এখন আমি আপনাকে অন্বেষণ করছি। হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন,

---

৫ সুরা হাদীদ : ২৩।

Scanned with CamScanner

আমি দীর্ঘ সময় পৃথিবীতে অবস্থান, নদীতে সাঁতার এবং বৃক্ষরোপণ করে সুজল-সুফলা করার জন্য দুনিয়াকে ভালোবাসি না। দুনিয়াকে আমি ভালোবাসি রোজা রাখার জন্য, রাত্রিবেলা নামাজ পড়ান জন্য এবং আলেমদের মজলিসে বসার জন্য।'

প্রকৃত শান্তি কোথায়?

হে আল্লাহর বান্দাগণ! শোনো, কীসের জন্য আফসোস করছেন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। কীসের জন্য হৃদয় পুড়ছে তাঁর। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল আফসোস আর আক্ষেপ করছেন রাতে বেশি বেশি নামাজ পড়ার জন্য, দিনের বেলা রোজা রাখার জন্য এবং আলেমদের মজলিসে বসার জন্য।

কবি বড় সুন্দর বলেছেন,

'আমার অশান্ত হৃদয় ক্রন্দন করে দুনিয়ার জন্য অথচ আমি জানি প্রগাঢ় শান্তি হলো দুনিয়াকে ত্যাগ করার মাঝে। মৃত্যুর পর আমার বাসগৃহ হবে সেটি যা আমি নির্মাণ করেছি মৃত্যুর পূর্বে। আমল যদি ভালো হয় তাহলে বাসগৃহ হবে সুন্দর। নচেৎ বাসস্থান হবে নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর।'

আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে বান্দার সাথে তেমনই আচরণ করবেন যেমনটি বান্দা দুনিয়াতে অর্জন করেছে। আখেরাতের বাসস্থান তেমনি হবে যেমনটি দুনিয়াতে নির্মাণ করেছে। যদি আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমলের মাধ্যমে উত্তম গৃহ নির্মাণ করে তাহলে বাসস্থান হবে আরামদায়ক ও প্রশান্তিঘেরা। আর যদি অবাধ্যতা ও গুনাহকরে তাহলে বাসস্থান হবে নিকৃষ্ট। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পুণ্যময় আখেরাতের জন্য প্রয়োজন আল্লাহর আনুগত্য করা। তার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

ঈমান ও আমলের ব্যাপারে মানুষ আজ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করে এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু খুব অল্প মানুষ রয়েছে এমন যারা আনুগত্যের পাশাপাশি হারাম ও নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকে। তাদের পরিণাম তো ওইসব ব্যক্তিদের মতোই যারা একদিকে নির্মাণ করে

Scanned with CamScanner

অপরদিকে তা ভেঙে ফেলে। একদিকে নেক আমল করে আখেরাতের পুণ্যগৃহ নির্মাণ করে আবার অপরদিকে সেটি ধ্বংস করতে থাকে। ফলে অর্জনের পাল্লায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

পাপ পুণ্যের চোরাবালি

মুমিনের ঈমান তখনই পূর্ণ হবে যখন গুনাহও নাফরমানি ছেড়ে দেবে। নেক কাজ করার পাশাপাশি যদি পাপকাজও করে তাহলে তার ঈমান কখনো পরিপূর্ণ হবে না। ঈমানের জন্য অপরিহার্য হলো নিষ্কলুষ, পবিত্র ও স্বচ্ছ হওয়া। এমন ঈমান যারা অর্জন করতে পারবে তারা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। তাদের আখেরাত হবে পুণ্যময়। আখেরাতের জন্য নির্মিত প্রাসাদ অক্ষত থাকবে, যা বাসস্থান হিসেবে অধিক উত্তম। পৃথিবীতে তার আমল ও নেক কাজের নিদর্শন ভেসে উঠবে প্রাসাদে। মধু যদি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার না হয় তাহলে সে মধুর মিষ্টতা আস্বাদন করা যায় না। তার মূল্য পরখ করা যায় না। মধু যত বেশি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হবে ততই তার মিষ্টতা আস্বাদন হবে। ঠিক তদ্রূপ ঈমান যখন স্বচ্ছ, পরিষ্কার এবং দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হবে তখন ঈমানের মিষ্টতা মুমিন আস্বাদন করতে পারবে। কিন্তু আজ আমাদের দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, মুসলমান নেক আমল এবং একই সঙ্গে অন্যায়, নাফরমানি ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আনুগত্য ও অবাধ্যতা একসঙ্গে চলছে। নামাজ পড়ে কিন্তু হারাম ভক্ষণ করছে। রোজা রাখছে, সদকাহ দিচ্ছে কিন্তু সেইসাথে হারাম কাজও করছে। এর নাম কি ঈমান? ঈমান কি কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম? অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং আমলের নাম কী ঈমান নয়?

জেনে রেখো! আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়।[৬] অর্থাৎ আনুগত্যের মাধ্যমে আখেরাতে বান্দার প্রাসাদ নির্মিত হয়। তেমনিভাবে

---

৬ ইমাম শাফেই ও অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের দলিল হলো, কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন টেক্সটের বাহ্যিক শব্দ। ওই সকল আয়াত ও হাদীসে স্পষ্টতই ঈমানের ব্যাপারে হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত হলো, ঈমানের মাঝে কমবেশি হয় না। তার মতে ঈমান হচ্ছে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সত্যায়ন ও স্বীকার করার নাম। ইমাম আবু হানিফা রহ. যে ঈমান কমবেশি হয়

Scanned with CamScanner

আল্লাহর অবাধ্যতা, গোনাহ-পাপাচারিতার কারণে ঈমান হ্রাস ও দুর্বল হয়। নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ করে তা ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হতে থাকে।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

'মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা স্মরণ হলে যাদের অন্তর ভীত হয় এবং তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলে যাদের অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর ওপর ভরসা করে। মুমিন তারাই যারা নামাজ সুসম্পন্ন করে এবং তাদের যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো

না বলেন, তার ব্যাখ্যা হলো, ঈমান যে মৌলিক ন্যূনতম কতিপয় বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম, এর কম কিছুতেই হতে পারবে না। পক্ষান্তরে বেশিরও প্রয়োজন নেই। যে সকল আয়াত-হাদিসে ঈমান কমবেশি হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মূল ঈমানের মাঝে কমবেশি হওয়ার কথা বলা হয়নি। বরং সৎকাজ করলে, কুরআন তিলাওয়াত করলে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি মেনে চললে ঈমান শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে। আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে। ঈমান অটুট, অবিচল থাকবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে, ঈমান দুর্বল হবে। মুমিন হিসেবে আল্লাহর নিকট তার সম্মান-মর্যাদা কম হবে। মৌলিক ঈমানের মাঝে ত্রুটি হবে না। যারা বলেন ঈমানের মাঝে কম-বেশি হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুতলাকুল ঈমান (ন্যূনতম ঈমান, আমল অন্তর্ভুক্ত নয়)–মুমিন হওয়ার জন্য যতটুকু ঈমান জরুরি সেখানে কম-বেশি হয় না। পক্ষান্তরে যারা বলেন, ঈমানের মাঝে কম-বেশি হয়, তাদের উদ্দেশ্য হলো, ঈমান মুতলাক (ঈমান ও সঙ্গে আমল অন্তর্ভুক্ত) এ কম-বেশি হয়। যত অধিক আমল করবে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে ঈমান তাদের তত পূর্ণতা পাবে। যেমন, এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না। যখন কোনো মুমিন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে তখন পূর্ণ মুমিন থাকে না। মন্দ আমলের কারণে তার ঈমান তখন হ্রাস পায়। সুতরাং এ মতানৈক্য নিছক শাব্দিক; পারিভাষিক নয়। অনুবাদক।

Scanned with CamScanner

সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।'[৭]

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, আমরা আল্লাহর আনুগত্য করি, তার আদেশসমূহ পালন করি। কিন্তু হারাম ও নাজায়েজ কাজ পরিত্যাগ করি না। নেক আমল করার পাশাপাশি গোনাহের কাজও করি। আদেশ পালনের পাশাপাশি নিষেধেও লিপ্ত হই।

ইরশাদ হয়েছে,

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৮]

---

৭ সুরা আনফাল: ২-৪

৮ সুরা তাওবা: ১০২।

Scanned with CamScanner

ঈমান কেন বাড়ে

মুমিনের জীবনে ঈমানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন হৃদয়ে তার ঈমান বৃদ্ধি হয়। যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্বের সাথে আদায় করে তখন ঈমান বৃদ্ধি হয়। যখন জোহরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে তখন তার ঈমান বৃদ্ধি হয়। যখন সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে তখন ঈমান বৃদ্ধি পায়। যখন অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলে তখন ঈমান বৃদ্ধি হয়। এমনিভাবে মুমিন যখন সদকাহ দেয় তখন ঈমান বৃদ্ধি হয়। মোটকথা, প্রত্যেক নেক আমল ও আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা মুমিনের হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যখন অন্যায়, পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন ঈমান হ্রাস হয়। যখন টেলিভিশনের সামনে বসে, গান-বাদ্য শ্রবণ করে, চোখে অশ্লীল জিনিস দেখে তখন ঈমান কমে। কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল ইত্যাদির মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে হারাম কাজ করার দ্বারা, আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানির দ্বারা, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার দ্বারা ঈমান হ্রাস হয়। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা তো হলো, তারা একই সঙ্গে ভালো ও মন্দ উভয়টি করে। আল্লাহর আনুগত্য করার পাশাপাশি হারাম ও নাজায়েজ কাজেও লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে এর পরিণাম হলো, আনুগত্য ও নেক আমলের দ্বারা একদিকে আখেরাতের উত্তম প্রাসাদ নির্মিত হয়, অপরদিকে গুনাহও অবাধ্যতার কারণে সে প্রাসাদ ধ্বংস হতে থাকে। শেষে আমাদের জীবনের কোনো মূল্যই আর অবশিষ্ট থাকে না। যখনই প্রাসাদ পূর্ণ হতে থাকে অমনি সেটি ধ্বংস করে ফেলে।

Scanned with CamScanner

পূর্ণ করো আমলের পাল্লা

কেয়ামত দিবসে বান্দার বিচার করা হবে আমল অনুযায়ী। সেদিন পাল্লায় যার আমল হবে অধিক সেই সফল এবং যার পাল্লায় গোনাহ ও মন্দ আমল হবে সে ব্যর্থ। সকল সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয় করবে আমলের পাল্লা। কতই-না সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যার আমলের পাল্লায় গোনহের তুলনায় নেকি হবে অধিক। কিন্তু আমলের পাল্লায় সফলতার মাপকাঠি নির্ণয়কারী নেক আমল কখন অধিক হবে? তখনই অধিক হবে যখন কেউ আল্লাহর আনুগত্য করবে পূর্ণমাত্রায়। তখনই হবে যখন কেউ মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর সমস্ত আদেশ পালন করবে। নিষেধ থেকে বেঁচে থাকবে। গুনাহ ও নাফরমানি থেকে বিরত থাকবে।

অনুতপ্তের অশ্রুতে...

আল্লাহর শপথ! জান্নাতের অধিবাসীরা থাকবে আনতনয়না সুন্দরী রূপসি হুর, মনোরম প্রাসাদ, রকমারি ঝরনাসহ প্রভূত নেয়ামতরাজির মাঝে। জান্নাতের অধিবাসীরা সেদিন দুনিয়াতে অযথা নষ্ট করা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আফসোস করবে। আক্ষেপ ও অনুশোচনায় তাদের হৃদয় জ্বলতে থাকবে। বলবে, হায়! যদি দুনিয়ার ওই সামান্য সময়ও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতাম। যদি প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যয় করতাম। জান্নাতের নেয়ামতরাজি তাদের অন্তরে আক্ষেপ ও অনুশোচনা জাগিয়ে তুলবে। তারা যখন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশেষ বান্দাদের জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন দেখবে তখন তাদের অনুভূত হবে এ কথা যে, তাহলে আজ তো আরো বহু নেয়ামত এবং উচ্চস্তরের জান্নাতে আমাদের ঠিকানা হতো। দুনিয়াতে আল্লাহর অধিক আনুগত্য করতে না পারার দুঃখ তাদের পীড়িত করবে।

আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে তার প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিপরীতে অপর দল যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে,

Scanned with CamScanner

গুনাহও পাপাচারিতায় ব্যস্ত ছিল তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম, রাসুলকে মানতাম।'[৯]

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

'হায় তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথানত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদের পুনরায় প্রেরণ করুন। আমরা সৎকর্ম করব। আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'[১০]

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হাতদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'[১১]

বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা হলো, যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, কে তোমাদের আল্লাহর আনুগত্য থেকে বাধাপ্রদান করেছে? কে তোমাদের বাধা

---

৯ সুরা আহযাব: ৬৬।
১০ সুরা সাজদাহ: ১২।
১১ সুরা ফুরকান: ২৭-২৮।

Scanned with CamScanner

দিয়েছে আখেরাতে উত্তম প্রাসাদ নির্মাণ করতে? প্রতিউত্তরে তারা বলে, অমুক, অমুক, অমুক।

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য ঈমানকে আবশ্যক করেছেন। তোমার অন্তরে যে পরিমাণ ঈমান রয়েছে তুমি সে পরিমাণ প্রতিদান লাভ করবে। ঈমান যদি অধিক হয় তাহলে তোমার প্রতিদানও হবে অধিক। আর ঈমান যদি কম হয় তাহলে প্রতিদানও পাবে কম। অন্তরে ঈমান তৈরি করে কোন জিনিস? কীসের মাধ্যমে অন্তরে ঈমান সৃষ্টি হয়? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

'যার মাঝে তিনটি জিনিস রয়েছে সে ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করে। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ ও তার রাসুলকে সর্বাধিক ভালোবাসা।'[১২]

আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসার অর্থ হলো, আল্লাহ ও তার রাসুল যেসব আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা। আর যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

---

১২ মুসলিম: ৪৩।

Scanned with CamScanner

তারা ছিলেন অটল অবিচল

বর্তমান লোকদের তুলনায় পূর্বেকার লোকদের ওপর জুলুম-নির্যাতন ছিল বেশি। আমাদের তুলনায় তাদের কষ্ট ছিল অধিক। তথাপিও তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করেনি। তাদের একজনও আল্লাহর আদেশ পালনে সীমা লঙ্ঘন করেনি। আল্লাহর নিষেধে লিপ্ত হয়নি। তাদের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তারা আখেরাতের উত্তম প্রাসাদ নির্মাণে সামান্যতম কুণ্ঠিত হয়নি। পক্ষান্তরে বর্তমানে আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে গেছে সবকিছু। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট চাপিয়ে দেননি। আমাদের সাধ্যের বাহিরে কোনোকিছু আরোপ করেননি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর সীমাহীন রহম করেছেন। অসীম দয়া করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান,
তিনি তোমাদের জন্য কঠিন কিছু চান না।'[১৩]

শত কষ্ট ও দুর্ভোগের ভিড়েও তারা আখেরাতের প্রাসাদ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সবকিছু সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের জীবনোপকরণ অত্যন্ত সুলভ। অসংখ্য নেয়ামত তিনি আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তাই আসুন, আখেরাতের জন্য আমাদের প্রাসাদ নির্মাণ করি। তারা যেমন নিজেদের রক্ত, ঘামে, সময় ও শ্রম দিয়ে নির্মাণ করেছে আমরাও তেমনি নির্মাণ করি।

---

১৩ সুরা বাকারাহ: ১৮৫।

Scanned with CamScanner

ভালোবাসায় উত্তীর্ণ এক সাহাবী

একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, মক্কায় খালেদ আল হুযালি নামে এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি রয়েছে। তুমি তার মাথা কেটে নিয়ে আসো আমার নিকট। খালেদ আল হুযালি ছিল মক্কার অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। তার ভয়ে লোকেরা তটস্থ থাকত। তার শক্তি ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল অত্যধিক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়সকে তার মাথা আনতে আদেশ করলেন তখন তিনি এ কথা বলেননি যে, আমি তার মাথা আনতে সক্ষম হবো না। তিনি বলেননি, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে না পাঠিয়ে অন্য কাউকে পাঠান। এর কারণ হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য তাদের অন্তরে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

'মুমিনের উক্তি তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য করলাম। তারাই সফলকাম।'[১৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাদি.-কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করামাত্রই তিনি সম্মত হয়ে গেলেন। কোনো প্রকার টালবাহানা করেননি। অক্ষমতা পেশ করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পেয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা করলেন। চলতে চলতে মক্কার উপকণ্ঠে আরাফাহর নিকট পৌঁছার পর দেখে খালেদ আল হুযালি একদল যুবককে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

১৪ সুরা নুর: ৫১।

Scanned with CamScanner

করার জন্য। এটা দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে গেলেন। খালেদ আল হুযালির নিকট গিয়ে বললেন, আমি আপনার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই।

তার আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে খালেদ আল হুযালি তাকে নিজেদের দলভুক্ত করে নিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু ধীরে ধীরে তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন। বাহিনীর সাথে সাথে যাচ্ছেন তিনি। চলতে চলতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স এবং খালেদ আল হুযালি বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। বাহিনী সামনে সামনে চলছে আর তারা দুজন পেছনে পেছনে চলছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু একে সুযোগ মনে করে কোমর থেকে তরবারি খাপমুক্ত করলেন। বাহিনীর পশ্চাদে তিনি খালেদ আল হুযালিকে হত্যা করেন। তরবারির আঘাতে দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে দ্রুত মদিনার দিকে রওনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এনে বীর-বিক্রমে খালেদ আল হুযালির কর্তিত মাথা পেশ করলেন। তা দেখে নবীজি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়সের প্রতি দারণ খুশি হন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়সকে আদেশ করেছেন মক্কার দুর্ধর্ষ খালেদ আল হুযালিকে হত্যা করার জন্য। এ ছিল অত্যন্ত কঠিন নির্দেশ। এখানে জীবন হারানোর শঙ্কা। শত্রুর হাতে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ভয়। কিন্তু যত ভয় আর আশঙ্কা হোক না কেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানতেই হবে। নিজের জীবন, পিতা-মাতা, সন্তন-সন্ততি, পৃথিবীর সকল কিছু থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য এবং হয়েছেও তাই। আদেশ শোনামাত্র তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সামান্যও দ্বিধা করেননি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় এত কঠিন কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়নি যেখানে জীবন হারানোর শঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিয়েছেন। অনুকূল করে দিয়েছেন। দূর করে দিয়েছেন সকল প্রতিকূলতা। পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন কষ্ট স্বীকার করেছেন আমাদেরও তা করতে হয় না। এটি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অফুরন্ত রহমত।

বদরের রণাঙ্গনে সংঘটিত হয়েছে ইসলামি ইতিহাসের ঐতিহাসিক যুদ্ধ। কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে সংগঠিত এ যুদ্ধ রচনা করেছে সত্য ও মিথ্যার

Scanned with CamScanner

পার্থক্য। সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সাহাবিদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তাদের সাহস ও প্রেরণা দিতে থাকেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও; যার প্রশস্ততা হলো সমস্ত আসমান-জমিনের ন্যায়। এ কথা শুনে এক সাহাবি বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাত সমস্ত আসমান-জমিনের ন্যায় প্রশস্ত? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জান্নাত সমস্ত আসমান-জমিনের ন্যায় প্রশস্ত। তখন উক্ত সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাহলে আমার ও জান্নাতের মাঝে ব্যবধান কীসের? প্রত্যুত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। তখন ওই সাহাবির হাতে ছিল একটি খেজুর। তিনি খেজুরটি নিক্ষেপ করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হে আল্লাহর বান্দা! কোন জিনিস নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে তাদের তাড়িত করেছে? কীসের টানে তারা জীবনকে তুচ্ছ মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধের ময়দানে, যেখানে চলতে থাকে রক্ত ও মৃত্যুর খেলা? কোন শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে তারা আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন?

আল্লাহর শপথ এর নামই ঈমান

আল্লাহর শপথ! **এর নামই ঈমান** । ঈমান তাদের সাহসী করে তুলেছে। ঈমানের শক্তিতে তারা ছিলেন বলীয়ান। ঈমানের আলোয় তারা আলোকিত ছিলেন বলেই জীবনকে মনে হয়েছে অতি সহজ। ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন বলেই তারা দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। সবকিছুর ওপর তারা প্রাধান্য দিয়েছেন আখেরাতকে।

হে আল্লাহর বান্দা! তারাই সফল। কেননা, তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আখেরাতের উত্তম প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা হলো অত্যন্ত করুণ। আমরা একদিকে নির্মাণ করি অপরদিকে ধ্বংস করি। ফলে আমাদের প্রাসাদ পূর্ণতায় পৌঁছে না। আখেরাতে বসবাস করার জন্য আমাদের জন্য নেই উত্তম কোনো বাসগৃহ। নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে আমরা যাত্রা করছি পরকালের কঠিন সফরে।

Scanned with CamScanner

আমরা ঈমানে স্বাদ আস্বাদন করতে পারি না। আমাদের ঈমান আমাদের পথ দেখায় না। দুর্বল ও ভঙ্গুর ঈমান নিয়ে সফলতার রাজপথ কায়েম করা যায় না। ঈমানের স্বাদ তো তারাই আস্বাদন করে যারা দিনের বেলা রোজা রাখে এবং রাতে তারা দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকে জায়নামাজে। আল্লাহর আনুগত্য এবং নেক কাজ যত অধিক করবে ঈমানের শক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। ঈমানের স্বাদ ততই আস্বাদিত হবে।

আল্লাহর শপথ! আমরা প্রচণ্ড এক অভাবের মাঝে আছি। আমাদের চিন্তা-চেতনাকে ঘিরে রেখেছে এক কঠিন দারিদ্র্য। আমাদের দারিদ্র্য ও অভাব হলো, আমরা ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারছি না। আমাদের হৃদয়ে ঈমানের আলো প্রস্ফুটিত হয় না। আমরা আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করি না। আল্লাহ তায়ালার এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত সে যেমন দুনিয়ার সাথে বসবাস করে, আর যে ঈমানের প্রতি আসক্ত সে আল্লাহর সাথে বসবাস করে। টাকা-পয়সার পূজারি যেমন তার ধন-সম্পদের সাথে বসবাস করে, তেমনি যার হৃদয়ে ঈমান রয়েছে তার বসবাস হলো আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে।

হৃদয়ে ঈমান তৈরি হবে আল্লাহ ও তার রাসুলকে সর্বাধিক ভালোবাসার মাধ্যমে। আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি না হলে ঈমান বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হবে না। আর আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসার অর্থ হলো তাদের আনুগত্য করা। তারা যে-সমস্ত আদেশ করেছেন সেগুলো যথাযথ পালন করা। এবং যে-সমস্ত কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা। এটাই প্রকৃত ঈমান।

Scanned with CamScanner

যুবকের হৃদয়ে ঈমানের প্রশান্তি

এক যুবক মাত্রই ঈমানের পথে যাত্রা করেছে। আখেরাতের প্রাসাদ নির্মাণের সূচনা হয়েছে কেবল। একদিন সে পবিত্র কুরআনের সুরা ফুরকান মুখস্থ করতে শুরু করল। কেউ যদি গভীর চিন্তাভাবনার সাথে সুরা ফুরকান পড়ে তাহলে সে অনুভব করতে সক্ষম হবে, সুরা ফুরকান অত্যন্ত চমৎকার একটি সুরা। এ সুরায় বর্ণিত হয়েছে তাদের কথা যারা দুনিয়ায় থেকে আখেরাতের প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং সেটিকে ধ্বংস হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে। সে যুবক বলল, আমার হৃদয়ের অনেক বড় আশা হলো আমি সুরা ফুরকান মুখস্থ করব। আর আমি তখন সবে ঈমানের পথে যাত্রা করেছি। আমি তা মুখস্থ করতে চেষ্টা শুরু করি। অল্প অল্প করে একদিন পূর্ণ সুরা মুখস্থ করে শেষ করি। যুবকটি বলল, আমি যখন সুরাটি মুখস্থ করে মসজিদ থেকে বের হই তখন আমি হৃদয়ে অনুভব করি, আমার সম্মান ও মর্যাদার ভার এতই যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আমাকে বহন করতে সক্ষম নয়। আরো অনুভব করি, আমার ঈমান সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর অগ্রগণ্য। ঈমানের সামনে পার্থিব সকল কিছু তুচ্ছ।

এ অনুভূতি যুবকের হৃদয়ে কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? কেন তার অনুভব হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের চেয়ে তার ঈমানের মূল্য বেশি? তা কি ঈমানের কারণে নয়? ঈমানের শক্তিই কি তার অন্তরকে আলোকিত করে তুলেনি? ঈমানের মিষ্টতার ফলেই কি সে দুনিয়ার সকল মিষ্টতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেনি?

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা ফুরকানে তার প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি আলোচনা করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। যখন মূর্খরা তাদেরকে ঝগড়ার জন্য আহ্বান করে তখন তারা

Scanned with CamScanner

বলে সালাম বা শান্তি (আমরা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে চাই না)।'[১৫]

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

'যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে এবং দণ্ডায়মান থেকে। আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করে দিন। জাহান্নামের শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে নিকৃষ্ট। যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না। কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এ উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায়। তারা আল্লাহর সাথে কোনো উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহ যাদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাদের হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।'[১৬]

وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

---

১৫ সুরা ফুরকান: ৬৩।

১৬ সুরা ফুরকান: ৬৪-৬৮।

Scanned with CamScanner

(এবং রহমানের বান্দা তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।'[১৭]

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় ও বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা যারা তাদের নিকট অযথা বিনষ্ট করার মতো সময় নেই। সকল মিথ্যা ও অনর্থক বিষয়কে তারা পরিহার করে চলে। মন্দ লোকদের সাথে উঠাবসা করে না। তাদের সংস্পর্শে যায় না। কারণ, এসব মুমিনের গুণাবলি নয়।

ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّو عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا *
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'(রহমানের বান্দা তারা) যাদের তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরসদৃশ আচরণ করে না, এবং যারা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য হবে নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদের বানান মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য।'[১৮]

যারা দুনিয়ায় থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের উত্তম প্রাসাদ নির্মাণ করে তাদের প্রতিদান কী হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

'তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। সেখানে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি

---

১৭ সুরা ফুরকান: ৭২।

১৮ সুরা ফুরকান: ৭৩-৭৪।

Scanned with CamScanner

হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট। (হে নবী) আপনি বলুন, তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করেছ, ফলে অচিরেই তোমাদের ওপর নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।'[১৯]

এ হলো তাদের অবস্থা যারা রহমানের প্রিয় বান্দা। যারা আখেরাতের জন্য নির্মাণ করছে সুরম্য প্রাসাদ। যেখানে তারা মৃত্যুর পর শান্তি ও চিরসুখের মাঝে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে যারা রহমানের অবাধ্য বান্দা তাদের গুণাবলি হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আখেরাতের জন্য নির্মিত প্রাসাদকে ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত। তারাই হতভাগা। আখেরাতে তাদের জন্য নেই কোনো অংশ।

বিপদসঙ্কুল পথ হুশিয়ার মুসাফির

এক যুবকের করুণ গল্প বলছি। সে ছিল আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত। তার ছিল অনেক বন্ধু; যারা সকলেই ছিল চরিত্রহীন লম্পট। আল্লাহর কোনো আদেশ তারা পালন করত না। বেঁচে থাকত না নিষেধসমূহ থেকে। নামাজ পড়ত না। অন্যায় ও পাপাচারিতার এহেন কোনো কর্ম ছিল না যা তারা করত না। হঠাৎ একদিন সে যুবক তার অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে। অতীতের সকল পাপকর্ম থেকে তওবা করে নতুন জীবনে প্রবেশ করে। আল্লাহর আদেশ পালন করে। নিষেধ থেকে বেঁচে থাকে। নামজ পড়ে। ধীরে ধীরে সে ভালো ও মন্দের ফারাক চিনতে পেরেছে।

কিন্তু তার বন্ধুরা পূর্বের ন্যায় অবাধ্যতা ও পাপাচারিতায় মজে আছে। সে তার বন্ধুদের জন্য আক্ষেপ করতে লাগল। মৃত্যুর পর তাদের করুণ পরিণতির কথা ভেবে দারুণ দুঃখবোধ হতে লাগল তার অন্তরে। সে চিন্তা করল তার বন্ধুদের অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনবে। তাদের তওবা করিয়ে আলোর পথে পরিচালিত করবে। একদিন সে তার বন্ধুদের নিকট উপস্থিত হলো। কিন্তু সে বড় একটি ভুল করেছে। ভুলটি

---

১৯ সুরা ফুরকান: ৭৫-৭৭।

Scanned with CamScanner

হলো, সে একা একা গিয়েছে তার বন্ধুদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। এর এটি খুব বড় একটি ভুল।

দ্বীনের পথে আগমনকারী প্রত্যেক নতুন ব্যক্তির জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী যে, কখনো একা কাউকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে যাবে না। তাহলে তারা যখন দ্বীন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতে শুরু করবে তখন সেসবের সঠিক উত্তর দিতে সে সক্ষম হবে না। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করতে শুরু করবে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করবে। ফলে এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। যুবকটি এখানেই ভুল করল। সে তার বন্ধুদের নিকট যখন একাকী গিয়ে হাজির হলো তখন তারা তাকে নানান কটু কথা বলে জর্জরিত করতে লাগল। তার অতীত জীবনের বিভিন্ন পাপাচারিতার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল। তাদের এহেন আচরণে যুবকটি ভীষণ কষ্ট পেল। তাদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে সে টিকতে পারেনি। ব্যর্থ মনে সে ফিরে এলো। তাই অবশ্যকর্তব্য হলো, একাকী কারো সংশোধন করতে না যাওয়া।

যুবকের বন্ধুরা বিভিন্ন ফন্দি করতে লাগল কীভাবে তাকে পুনরায় খারাপ পথে ফিরিয়ে আনা যায়। ফের কীভাবে তাকে তাদের দলে নিয়ে আসা যায়। একদিন তারা প্রতারণামূলকভাবে যুবকের নিকট গিয়ে বলল, আমরা নিকটস্থ এক জায়গায় ভ্রমণে যাব। তুমিও আমাদের সাথে যাবে। তুমি আমাদের বিভিন্ন উপদেশ দেবে। উপকারী কথা বলবে। নামাজ শিক্ষা দেবে। সেদিনের ঘটনার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করল। প্রকৃতার্থে এসব ছিল তাদের ছলনা ও অপকৌশল মাত্র। তাদের কথায় যুবক সম্মত হলো। একসঙ্গে তারা ভ্রমণে বের হলো। গন্তব্যে পৌঁছে তারা একটি হোটেল ভাড়া করল। তারা পরিকল্পনা করতে লাগল কীভাবে তাকে হারাম কাজে লিপ্ত করা যায়।

অনেক ভেবেচিন্তে তারা একজন দুশ্চরিত্রা মেয়েকে বহু টাকা দিয়ে সম্মত করল যুবককে নানান ছলনায় তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে। মেয়েটি তাদের কথা অনুযায়ী হোটেলে যুবকের রুমে প্রবেশ করল। মেয়েটি বিভিন্নভাবে যুবককে উত্তেজিত করতে লাগল। তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করতে লাগল। যে গৃহে নারী ও পুরুষ থাকে শয়তান তাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। শয়তান যুবকের অন্তরে ক্রমাগত অশ্লীল কাজের প্ররোচনা দিতে লাগল।

Scanned with CamScanner

যুবক প্রথমে নিজেকে সংবরণ করতে পারলেও পরে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। শয়তানের প্ররোচনা ও মেয়েটির ক্রমাগত কুপ্রস্তাবে সম্মত হলো তার সঙ্গে ব্যভিচার করতে। যুবক ওই মেয়ের সাথে ব্যভিচার লিপ্ত হয়। আল্লাহ আমাদের ব্যভিচারসহ সকল জঘন্য পাপাচার থেকে হেফাজত করুন। মেয়েটি যখন তার উদ্দেশ্যে সফল হলো তখন তারা তাকে ধন্যবাদ জানাল। তারা হোটেলে প্রবেশ করে দেখে, সে উলঙ্গ হয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। তাকে নিয়ে উপহাস করতে লাগল। টানা-হেচড়া শুরু করে দিলো। তারা তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করার চেষ্টা করল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও জাগাতে পারেনি। যুবকটি মদপান ও ব্যভিচার করার পর রাতেই সে মারা যায়। ইন্নালিল্লাহি...।

কত দুর্ভাগ্য সে যুবকের জন্য। যে বিছানায় রাতভর মদপান ও ব্যভিচার করেছে সে বিছানায় তার মৃত্যু হয়েছে। শেষ পরিণতি তার কতই-না নির্মম ও দুর্ভাগ্যের ছিল।

যে যুবক অতীত গুনাহ ও নাফরমানি থেকে তওবা করে সৎপথে ফিরে এসেছিল। খারাপ বন্ধুদের প্ররোচনায় পুনরায় গুনাহ ও নাফরমানিতে জড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে যে প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল সেটি ধ্বংস করে দিলো।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ঈমান আমল ধ্বংস করার অন্যতম হাতিয়ার হলো অসৎসঙ্গ। তাদের সংস্পর্শে মুমিনের ঈমান হ্রাস পেতে থাকে। কখনো ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাই ঈমান বৃদ্ধি ও হেফাজতের জন্য করণীয় হলো অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা। তাদের সংস্পর্শে কিছুতেই না যাওয়া। অসৎসঙ্গ ঈমান আমলের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ।

ইরশাদ হয়েছে,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজে তার উভয় হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায় আমি যদি রাসুলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'[২০]

---

২০ সুরা ফুরকান: ২৭-২৮।

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন ফিকরে আখেরাত

ঈমান শক্তিশালী ও সুদৃঢ়করণ এবং আখেরাতে উত্তম প্রাসাদ নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো অন্তরে পরকালের বিশ্বাস ও ভয় পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকা। পূর্ববর্তী মনীষীগণ যাদের ঈমান ছিল অটুট ও অবিচল এবং তারা দুনিয়ায় থেকে আখেরাতের জন্য নির্মাণ করেছেন উত্তম প্রাসাদ পরকালের প্রতি তাদের ছিল পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। পক্ষান্তরে পরকালের প্রতি আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান না থাকার কারণে আমরা প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারছি না। পরকালের প্রতি ভয় না থাকায় আমাদের ঈমান শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হচ্ছে না। এ জন্যই আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানি অধিক পরিমাণে করছি। লিপ্ত হচ্ছি গুনাহও পাপাচারে। সবকিছুর মূলে রয়েছে পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার অভাব।

ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا

'তারা আখেরাতকে দেখছে দূরবর্তী
এবং আমরা দেখছি তা অতি নিকটেই।'[২১]

ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

'যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে তার জন্য এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে। তা হলো সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। তা হলো সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে। আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি

২১ সুরা মাআরিজ: ৬-৭।

Scanned with CamScanner

ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগা এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।'[২২]

একদিন জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের নিকট এসে বলল, কিছু বিষয় নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত। ইবরাহিম ইবনে আদহাম তার কথা শুনে বললেন, রাখো তোমার ব্যস্ততা। আমিও আমার কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত। লোকটি ইবরাহিম ইবনে আদহামকে জিজ্ঞেস করল, কোন জিনিস নিয়ে আপনি ব্যস্ত আছেন? আমাকে বলুন। আপনি যা নিয়ে ব্যস্ত আছেন আমিও তা নিয়ে ব্যস্ত হতে চাই। ইবরাহিম ইবনে আদহাম তাকে বললেন, আমি তিনটি বিষয় নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকি।

প্রথম বিষয় হলো,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

'সে (কেয়ামতের) দিন কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কালো।'[২৩]

আমি জানি না কেয়ামতের দিন আমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে নাকি কালো হবে। এ চিন্তা আমাকে সর্বদা বিভোর করে রাখে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيد

'তাদের মধ্যে কতক হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান।'

আমি জানি না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত। আমি কি দুর্ভাগ্যবান নাকি সৌভাগ্যবান হবো। এ চিন্তা আমাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

তৃতীয় বিষয় হলো,

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

---

২২ সুরা হুদ: ১০৩-১০৫।

২৩ সুরা আলে ইমরান: ১০৬।

Scanned with CamScanner

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

'একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে।'[২৪]

জানি না আমি কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত। আমি জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত নাকি জাহান্নামিদের। জান্নাত ও জাহান্নামের চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত করে রাখে।

কেন জাগ্রত হয় না ভয়

পূর্ববর্তী মনীষীগণ যারা ঈমান ও আমলে ছিলেন সফল, যারা আখেরাতের প্রাসাদকে পূর্ণ করেছেন, আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা তাদের সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। তাদের মন-মননে সর্বক্ষণ আখেরাতের পরিণতির কথা ঘুরতে থাকত। কিন্তু আজ কী হলো আমাদের? আমাদের অন্তরে আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা মোটেও উদয় হয় না। আখেরাতের পরিণাম আমাদের বিচলিত করে না। আমাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় দূর হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয় তাহলে কুরআনের পরতে পরতে, ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে আখেরাতের কথা। আল্লাহ তায়ালা বহুবার আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়েছে দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ

'মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জানো? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়। পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায়। তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার

---

২৪ সুরা শুরা: ৭।

Scanned with CamScanner

পাল্লা হবে হালকা, তার স্থান হবে হাবিয়া। তুমি কি জানো হাবিয়া কী? তা অতি উত্তপ্ত আগুন।'[২৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

اَلْحَاۤقَّةُ ۙ مَا الْحَاۤقَّةُ ۚ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ؕ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ

'সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? তুমি কি জানো সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? আদ ও সামুদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়।'[২৬]

ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

'যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে তার জন্য এর মাঝে নিদর্শন রয়েছে। সেটি এমন এক দিন যখন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। সেটি এমন এক দিন যখন সকলকেই উপস্থিত থাকবে। আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।'[২৭]

'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।'[২৮]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

---

২৫ সুরা কারিআ: ১-১১।

২৬ সুরা হাক্কা: ১-৪।

২৭ সুরা হুদ: ১০৩-১০৫।

২৮ সুরা আম্বিয়া: ১।

Scanned with CamScanner

'হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[২৯]

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

'তোমরা সেদিনকে ভয় করো যেদিন আল্লাহর নিকট তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'[৩০]

সুতরাং আখেরাতের সাথে যার অন্তরের সম্পর্ক তৈরি হবে তার নির্মিত প্রাসাদ অক্ষত থাকবে। যার সম্পর্ক তৈরি হবে না তার প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আখেরাতের সাথে যার সম্পর্ক যত উন্নত হবে তার ঈমান ততই সুদৃঢ় হবে। আর আখেরাতের সাথে যার সম্পর্ক যত কম হবে তার ঈমান ততই দুর্বল হবে। আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তার ততই প্রবল।

একজন হাসান বসরি এবং আমাদের তফাত

হযরত হাসান বসরি রহ.-এর সন্তান বলেন, একদিন আমার পিতা রোজা অবস্থায় ছিলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো তখন ইফতারির জন্য আমি তার নিকট খাবার নিয়ে গেলাম এবং ইফতার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলাম। আমার হাতে খাবারের পাত্র দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না খাবারের প্রতি তার অনাসক্তি তৈরি হয়। আমার পিতা সেদিন কিছুই আহার করেননি। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

'আমার নিকট আছে শৃঙ্খল ও প্রজ্বলিত আগুন। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'[৩১]

এভাবে সারা রাত তিনি না খেয়েই কাটান। রাতভর ইবাদতে মশগুল থাকেন। পরদিনও তিনি রোজা রাখেন। যথারীতি যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে

---

২৯ সুরা নিসা: ১।

৩০ সুরা বাকারাহ: ২৮১।

৩১ সুরা মুজাম্মিল: ১২-১৩।

Scanned with CamScanner

আমি ইফতারের জন্য খাবার নিয়ে যাই এবং ইফতার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু গতকালের ন্যায় আজও তিনি খাবার ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিলাওয়াত করেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

'আমার নিকট আছে শৃঙ্খল ও প্রজ্বলিত আগুন। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'[৩২]

এভাবে তৃতীয় দিনও তিনি রোজা রাখেন। খাদ্য ও পানীয় কিছুই গ্রহণ করেননি। রাতভর কেবল কান্নাকাটি করতেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন।

আল্লাহর শপথ! তারা খাদ্য ও পানীয় থেকেও দূরে থাকতেন কেবল এ জন্য যে, তাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় ছিল অত্যধিক। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে তারা ভয় করতেন। ভয় করতেন আল্লাহর বিচারকার্যকে। আখেরাতের ভয় তাদের অন্তর থেকে সকল কিছুর স্বাদ আস্বাদন ভুলিয়ে দিয়েছিল।

অতঃপর যখন তৃতীয় দিনও হাসান বসরি রহ. খাদ্য ও পানীয় ফিরিয়ে দিলেন তখন তার ছেলে কাঁদতে শুরু করে। আর বলতে থাকে, আমার পিতা খাদ্য-পানীয় কিছুই গ্রহণ করছে না। তার কান্না দেখে হযরত হাসান বসরি রহ. খেজুরের সামান্য ছাতু মুখে দিলেন। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

'আমার নিকট আছে শৃঙ্খল ও প্রজ্বলিত আগুন। আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'[৩৩]

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

---

৩২ সুরা মুজাম্মিল: ১২-১৩।

৩৩ সুরা মুজাম্মিল: ১২-১৩।

Scanned with CamScanner

'সেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে। পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি একজন রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন রাসুল প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের নিকট। কিন্তু ফিরাউন সেই রাসুলকে অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।'[৩৪]

অতঃপর তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেন,

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

'অতএব তোমরা যদি কুফরি করো তবে কী করে আত্মরক্ষা করবে সেই দিন, যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। নিশ্চয়ই তা এক উপদেশ। অতএব যে চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।'[৩৫]

দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও নেক আমলের দ্বারা মুমিন আখেরাতের সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে। তাদের মধ্যে অনেকে সে প্রাসাদ নিজ কৃতকর্ম দ্বারা ধ্বংস করে ফেলে। কেউ কেউ তা ধ্বংস করা থেকে পরিপূর্ণরূপে হেফাজত করে।

---

৩৪ সুরা মুজাম্মিল: ১৪-১৫।

৩৫ সুরা মুজাম্মিল: ১৭-১৯।

Scanned with CamScanner

আনুগত্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে প্রতিদান

আখেরাতের প্রাসাদ হেফাজতের জন্য প্রয়োজন সীমাহীন প্রচেষ্টা। প্রয়োজন প্রবল ধৈর্যধারণ। আল্লাহ তায়ালার সাথে সততাপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। ভয় করো সেদিনের যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও কোনো উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদের কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।'[৩৬]

রাসূলের সাথে এক সাহাবির কথোপকথন

শোনো! কীভাবে অন্তরে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে তার পদ্ধতির কথা। একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে প্রবেশ করে হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে হারেসা! আজ তুমি কীভাবে সকাল যাপন করেছ?' উত্তরে হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'প্রকৃত মুমিন অবস্থায় সকাল করেছি।' অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেসাকে বললেন, 'ঈমানের হাকিকত কী?' প্রত্যুত্তরে হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি আমার অন্তরকে পার্থিব সকল মোহ ও আসক্তি থেকে বিরত রেখেছি। আর এটিই ঈমানের হাকিকত।' হে আল্লাহর বান্দা! শোনো ঈমানের নিদর্শন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'অন্তরকে দুনিয়া থেকে বিরত রাখা। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি

---

৩৬ সুরা লুকমান: ৩৩।

Scanned with CamScanner

ও আকৃষ্ট হওয়া থেকে অন্তরকে সংবরণ করা। সেই তো প্রকৃত মুমিন যার অন্তরে নেই দুনিয়ার প্রতি কোনো মোহ। আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের দুনিয়ার ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা থেকে অধিকতর সতর্ক করেছেন।'

ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদের কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।'[৩৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের উত্তরে হযরত হারেসা বলেছেন, 'আমি আমার অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে বিরত রেখেছি। আর এটিই হলো ঈমানের হাকিকত।'

সুতরাং অপরিহার্য হলো অন্তরকে দুনিয়ার মোহ ও আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে বিরত রাখা। এবং সেই সঙ্গে মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক হলো অধিক পরিমাণে নেক আমল করা। হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'ঈমান কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষার নাম নয়।

ঈমান তিন জিনিসের সমষ্টি।

(এক) অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস,

(দুই) মৌখিক স্বীকারোক্তি,

(তিন) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তৃক আমল।'

অতএব ঈমান আনার পর মুমিনের জন্য অপরিহার্য হলো আমল করা। হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'আমি রাত্রি জাগরণ করি নামাজরত অবস্থায় এবং দিনকে পিপাসার্ত করি রোজা অবস্থায়।'

হযরত হাসান বসরি রহ.-এর এ কথা রমজান মাসের ব্যাপারে নয়। আমরা তো রমজান মাস ব্যতীত অন্যান্য সময়ে রাতের নামাজ এবং দিনে রোজা রাখি না। হযরত হাসান বসরি রহ. তার ব্যাপারে এ স্বীকারোক্তি দিয়েছেন সব সময়ের জন্য। সর্বদা রাতে অধিক নামাজ পড়তেন। দিনে রোজা রাখতেন।

---

৩৭ সুরা লুকমান: ৩৩।

Scanned with CamScanner

দ্বীনের স্তর তিনটি

দ্বীনের তিনটি স্তর রয়েছে।

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান।

বান্দা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর যখন ইসলাম থেকে ঈমানের স্তরে উন্নীত হয় তখন এর দ্বারা ক্রমান্বয়ে সে ইহসানের স্তরে যাত্রা করে। আমাদের জন্য তাই অত্যাবশ্যক হলো ইসলাম গ্রহণ করার পর ক্রমান্বয়ে ঈমানের স্তরে উন্নীত হওয়া অতঃপর ইহসানের স্তরে উন্নীত হওয়া। সর্বোচ্চ মুমিন তারাই যারা ইহসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

> যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে অধিক উত্তম আমলকারী।'[৩৮]

কে উত্তম কে অধম

মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় হবে উত্তম আমলের ভিত্তিতে। যার আমল যত উত্তম হবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হবে ততই অধিক। সকলেই আমল করে, আল্লাহর আনুগত্য করে, আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আমল ও আনুগত্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সকলেই নামাজ পড়ে কিন্তু তাদের নামাজের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কারো নামাজ হয় অধিক সুন্দর। নামাজের সময় অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি থাকে পূর্ণমাত্রায়। যেমনটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। অথবা তিনি তোমাকে দেখছেন। পক্ষান্তরে কারো নামাজ হয় ভিন্ন। যেন কেবল রুকু সেজদা করছে। অন্তরে বিশেষ অবস্থা বিরাজ করে না। আল্লাহর ধ্যান আসে না। মুরাকাবা হয় না।

---

৩৮ সুরা মুলক: ২।

Scanned with CamScanner

দ্বীন হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি। এক বিশেষ অঙ্গীকার। বান্দাদের মধ্যে কতক রয়েছে যারা সেই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। আল্লাহ ও তাদের মাঝে কৃত ওয়াদা পালন করে।

ইরশাদ হয়েছে,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।'[৩৯]

বান্দা যখন ঈমানের স্তরে উন্নীত হয় তখন সে বলে, আমি রাত্রি জাগরণ করি নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং দিবস যাপন করি রোজা রেখে পিপাসার্ত অবস্থায়। এবং বান্দা আরো বলে, কেমন যেন আমি আল্লাহর আরশ দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি জান্নাত ও জাহান্নাম; যেখানে এর অধিবাসীরা বিচরণ করছে।

বান্দা যখন ঈমানের স্তরে উন্নীত হয় তখন তার পরিণাম ও ফলাফল হয় অত্যন্ত শুভ। তার জীবন হয় সফল। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সে হয় ধন্য। বদরের যুদ্ধে হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়েছেন। হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মা এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! হারেসা কি জান্নাতে গিয়েছে নাকি জাহান্নামে গিয়েছে? যদি জান্নাতে যায় তাহলে আমি খুশি হবো আর যদি জাহান্নামে যায় তাহলে আমি তার জন্য ক্রন্দন করব।' হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মায়ের কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হারেসা জান্নাতুল ফেরদৌসের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে।'

হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু কীভাবে এই সুবিশাল মর্যাদা লাভ করলেন? কীসের বলে এই সুউচ্চ শ্রেষ্ঠত্বে তিনি আরোহণ করলেন?

আল্লাহর শপথ! হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ঈমানের কারণেই লাভ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

---

৩৯ সুরা আহযাব: ২৩।

Scanned with CamScanner

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের দ্বারা তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। সুখদ জান্নাতে তাদের তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ! আপনি মহান, পবিত্র! সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'[৪০]

এসো শামিল হই পুণ্যের কাফেলায়

ওইসমস্ত লোকেরা ঈমানের বলে বলীয়ান ছিল বলেই দুনিয়া-আখেরাতে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল বলেই তারা আখেরাতের জন্য নির্মাণ করতে পেরেছে সুরম্য প্রাসাদ। বর্তমানে আমাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল। ঈমানের নুর আমাদের অন্তরে প্রতিফলিত হয় না। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক নড়বড়ে। যার ফলে সম্মান ও মর্যাদা আমাদের পদচুম্বন করছে না। আখেরাতের জন্য আমরা নির্মাণ করতে পারছি না শান্তি ও সুখের সুরম্য প্রাসাদ, মৃত্যুর পর যেখানে আরাম ও প্রাচুর্যের সাথে বসবাস করব। আমাদের ঈমান এতই দুর্বল যে, ফজরের নামাজের জন্য আমাদের জাগ্রত করতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের জন্য নিদ্রা ও বিছানা থেকে পৃথক করতে পারে না। এমন শক্তিহীন ও ভঙ্গুর ঈমান দিয়ে আখেরাতে শক্তিশালী ও সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভবপর নয়।

৪০ সূরা ইউনুস: ৯-১০।

Scanned with CamScanner

কবি বড় চমৎকার বলেছেন,

> 'এ তো বিরাট হাস্যকর ব্যাপার যে, তুমি কোনো প্রকার কষ্ট ও বিবর্ণতা ছাড়াই মর্যাদা ও আভিজাত্যের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করতে চাও। জেনে রেখো! মৌচাক থেকে মধু আহরণ করতে হলে মৌমাছির সরু হুল তোমার বিদ্ধ হবেই।'

সুতরাং যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে তার প্রাসাদ তত সুদৃঢ় হবে। আর যার ঈমান যত দুর্বল হবে তার প্রাসাদ তত দুর্বল হবে। তাই আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো আল্লাহর অধিক আনুগত্য করা। অন্তরকে আল্লাহর আদেশ পালন করতে এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকতে বাধ্য করা। এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা যেন আনুগত্যের সাথে সাথে অবাধ্যতার সংমিশ্রণ না ঘটে। যেন আল্লাহর আদেশসমূহ পালনের পাশাপাশি হারাম ও নাজায়েজ কাজে লিপ্ত না হই। তাহলে একদিকে প্রাসাদ নির্মিত হবে অপরদিকে তা ভেঙে পড়বে। আনুগত্য ও ইবাদত হতে হবে নির্ভেজাল গোনাহমুক্ত।

আমাদের অন্তরে যখন ঈমান গেঁথে যাবে, যখন ঈমানকে হৃদয়ে অনুভব করতে পারব এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারব তখন ঈমান পরিত্যাগ করে পুনরায় পেছনে ফিরে যেতে কখনো সম্মত হবে না। যারা প্রথমে আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত ছিল, আখেরাতের প্রাসাদ ধ্বংস করত, তারা যখন ঈমানের ওপর অটল ও অবিচল হয়ে গেল তখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি যে, তারা কি পুনরায় তাদের অতীত জীবনে ফিরে যেতে চায় কি-না? তাদের একজনও সম্মত হয়নি অতীতের ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল জীবনে ফিরে যেতে। কেননা তাদের হৃদয়ে ঈমান গেঁথে গেছে। তারা ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করেছে। ঈমানের মিষ্টতা একবার যে আস্বাদন করেছে সে কখনো কুফর ও আল্লাহর অবাধ্যতাকে পছন্দ করে না। আল্লাহর নৈকট্য যত বেশি অর্জন করবে ঈমান ততই সমুজ্জ্বল হবে। অন্তর ততই আলোকিত হবে।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً

Scanned with CamScanner

'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিগত অগ্রসর হবে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হবো। যে এক হাত অগ্রসর হবে আমি তার দিকে প্রসারিত দুই বাহু পরিমাণ অগ্রসর হবো।'

আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহফের যুবকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'(হে নবী!) আমি আপনার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের (হেদায়েত) সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছি।'[৪১]

ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

'যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের (হেদায়েত) সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের মুত্তাকি হওয়ার শক্তি দান করেন।'[৪২]

নামাজ জীবনকে সুসংহত করে

মানুষকে সৎপথে চলতে এবং তাদের অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কিছু নেই। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি যত্নবান সে দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও যত্নবান। আর যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি উদাসীন সে দ্বীনের অন্যান্য শাখার প্রতিও উদাসীন। আমি অত্যন্ত আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি এ কথা, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথ আদায় করে সে কখনো তাদের মতো হতে পারে না, যারা একইসঙ্গে আখেরাতের প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং ভেঙে ফেলে। তারা তো ওইসকল ব্যক্তি যারা নিজেদের নামাজের প্রতি যত্নবান না। আল্লাহর নামে সাক্ষ্য রেখে বলছি, যদি কেউ চল্লিশ দিন মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে সে অবশ্যই সঠিক পথের অনুসারী

---

৪১ সুরা কাহফ: ১৩।

৪২ সুরা মুহাম্মদ: ১৭।

Scanned with CamScanner

হবে। আল্লাহ তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করবেন। সে কখনো তার অতীত গোনাহের জীবনে ফিরে যেতে চাইবে না। পুনরায় অবাধ্যতা ও নাফরমানির জীবনে তারাই ফিরে যায় যারা নামাজ পড়ে না। নিজেদের নামাজের যথাযথ সংরক্ষণ করে না।

তুমি কি পারবে চল্লিশ দিন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে? আমাদের পূর্ববর্তী যারা সফলকাম হয়েছে তারা সুদীর্ঘ বছর মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এমন রয়েছে যারা চল্লিশ বছর আবার কেউ কেউ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাকবিরে উলার সাথে নামাজ আদায় করেছে। এতো সুদীর্ঘকাল তাদের তাকবিরে উলা ছুটেনি একবারও।

আনুগত্যই হৃদয়ের চিকিৎসা

কেউ যখন অসুস্থ হয় তখন সে ডাক্তারের নিকট যায়। চিকিৎসা গ্রহণ করে। নিয়মিত চিকিৎসকের কথানুযায়ী চলে আরোগ্য লাভ করে। তেমনিভাবে যাদের ঈমান দুর্বল তাদের চিকিৎসা হলো আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা। সকল অবাধ্যতা নাফরমানি পরিহার করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবে দৃঢ়তার সাথে যদি চলতে পারে তাহলে কখনো পেছনের নোংরা ও ক্লেদাক্ত জীবনে কিছুতেই ফিরে যেতে সম্মত হবে না।

Scanned with CamScanner

প্রার্থনায় সদা বিগলিত হও

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি যদি আপনার আনুগত্যপরায়ণ ও নেককার বান্দাদের ব্যতীত কাউকে ক্ষমা না করেন, তাহলে গোনাহগার ও পাপী বান্দারা কোথায় যাবে? কার নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করবে? হে আল্লাহ! আপনি যদি কেবল মুত্তাকি বান্দাদের প্রতি রহম করেন তাহলে আপনার অবাধ্য ও পাপাচারী বান্দারা কার নিকট সাহায্য কামনা করবে? আপনি তো তাদেরও রব। আপনি ছাড়া তো কেউ নেই তাদের। হে আল্লাহ! যারা অসহায় ও দরিদ্র তারা তো ধনীদের দুয়ারে যাবেই। হে আল্লাহ আপনার চেয়ে বড় ধনী আর কে আছে? হে আল্লাহ যারা লাঞ্ছিত, অপমানিত তারা তো সম্মানিতদের দুয়ারে করাঘাত করবেই। হে আল্লাহ আপনার চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কে আছে। হে রাহমানুর রহিম! হে আরহামার রাহিমিন! আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনি কাছে টেনে নিন। আপনি অনুগ্রহ করুন। আপনি করুনা করুন। আপনি আমাদের আপনার আনুগত্যের তাওফিক দিন। আপনি আমাদের আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা কামনা করি। আমরা আপনার অন্তরপূর্ণ ভালোবাসা প্রার্থনা করি। এবং প্রার্থনা করি ওই ব্যক্তির ভালোবাসা যে আপনাকে ভালোবাসে। হে আল্লাহ! আপনি আপনার ভালোবাসাকে আমাদের অন্তরে পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট পানির চেয়ে অধিক প্রিয় বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দিন। আমাদের অন্তরে ঈমানকে সুসজ্জিত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি কুফর, ফুসুক ও গোনাহকে আমাদের নিকট ঘৃণিত করে দিন। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন।

Scanned with CamScanner

জান্নাতের সুসংবাদ

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسلِمُونَ

মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমকে তার প্রিয় বন্ধু ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর নিকট রহমত ও সুসংবাদরূপে প্রেরণ করেছেন। কুরআনুল কারিম আপাদমস্তক একটি উপদেশ গ্রন্থ। এর পরতে পরতে, ছত্রে ছত্রে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন মানবজাতির প্রতি অসংখ্য উপদেশ। এসব উপদেশ বান্দার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগ্রত করে। বান্দার অবাধ্য ও পাপাচারী অন্তরকে সংশোধন করে। অন্ধকার থেকে চিরন্তর আলোর পথে পরিচালিত করে। ভ্রষ্টতার বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষকে সরল ও সঠিক পথের পথনির্দেশ করে। কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করে ঈমান ও ইয়াকিনের নুর প্রজ্জ্বলিত করার জন্যই কুরআনের অবতরণ।

জমিন যেমন আসমান থেকে অবতীর্ণ বৃষ্টির ছোঁয়া না পেলে মৃত ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে তেমনি মানুষের সত্তা যখন আসমানি গ্রন্থ কুরআনুল কারিমের ছোঁয়া ও পরশ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে মৃত ও নির্জীব সত্তায় পর্যবসিত হয়। জমিন যেমন প্রখর রোদে আসমানের পানে তাকিয়ে বৃষ্টির এক ফোঁটা শীতল পরশের জন্য হাহাকার করে, তেমনি প্রতিটি মানুষের আত্মা আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের সান্নিধ্য ও তার রুহানিয়তের জন্য হাহাকার করতে থাকে। আসমান থেকে যখন রাশি রাশি বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে থাকে তখন মৃত ও শুকনো জমিন নবপ্রাণে জেগে ওঠে। চারদিক সেজে উঠে সুন্দর সবুজ শ্যামলিমায়, তেমনি বান্দার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে যখন পবিত্র কুরআনের উপদেশ ঝরতে থাকে তখন তার ঘুমন্ত হৃদয় জেগে ওঠে নবচেতনায়, নতুন প্রাণে।

Scanned with CamScanner

মিথ্যার মায়াজাল ছিন্ন করে সত্যগ্রহণে হয়ে ওঠে উদগ্রীব। ইতিহাস সাক্ষী, কুরআনের পরশে বহু কাফের-মুশরিক ঈমানের শীতল শামিয়ানায় আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছে। অন্ধকার থেকে তারা ছুটে এসেছে আলোর বিয়াবানে। ভ্রষ্টতার দিগন্ত থেকে আলোকোজ্জ্বল প্রান্তরে ঘটেছে তাদের সুভাগমন। কুরআন এক পরশপাথরের নাম, যার ছোঁয়ায় কাফের হয়ে যায় মুমিন। অন্ধ হয়ে যায় আলো দৃষ্টিসম্পন্ন। বধির হয়ে যায় জাগ্রত ও চৌকষ।

ইরশাদ হয়েছে,

وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

'তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শষ্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উৎপন্ন করে সকল প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।'[৪৩]

এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় এ কথা, আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করেন। নির্জীবকে করেন সজীব। প্রাণহীনকে করেন সপ্রাণ। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তায়ালা সেই সত্তা যিনি সকল কিছুর ক্ষমতাবান।

ইরশাদ হয়েছে,

'তা এজন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবন দান করেন, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'[৪৪]

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

'কেয়ামাত আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা কবরে আছে তাদের নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্থিত করবেন।'[৪৫]

তুমি কি দেখো না যখন আসমান থেকে থোকা থোকা বৃষ্টি ঝরে তখন কীভাবে নবপ্রাণে জেগে ওঠে মৃতপ্রায় জমিন? কীভাবে প্রাণের হিন্দোলে নেচে ওঠে সবুজ শ্যামলিমা? হ্যাঁ, ঠিক সেভাবেই কুরআনের উপদেশবাণী মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তোলে। তাদের হৃদয়ে ঈমান ও সত্যের দোলা দেয়।

---

৪৩ সুরা হজ: ৫।
৪৪ সুরা হজ: ৬।
৪৫ সুরা হজ: ৭।

Scanned with CamScanner

জেনো, আসমানের বৃষ্টি ব্যতীত জমিন যেমন মৃত ও শুষ্কে পরিণত হয় তেমনি কুরআনের ছোঁয়া ও উপদেশ ব্যতীত মানুষের আত্মাও প্রাণহীন ও নির্জীব। কুরআন আল্লাহর বাণী। আর আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অন্তর জীবিত থাকতে পারে না। যেমন রুহ ছাড়া দেহ জীবিত থাকে না।

সুতরাং আল্লাহর স্মরণে সজীব যে আত্মা কেবল সে আত্মাই জীবিত। পক্ষান্তরে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ ও দূরে সরে আছে যে আত্মা তা প্রকারান্তরে মৃত, প্রাণহীন। কুরআনের উপদেশ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে যারা দূরে সরে আছে তারা আসমানের বৃষ্টিবঞ্চিত জমিনের ন্যায় মৃত।

সুরা যুমারে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের বর্ণনা

সুরা যুমার কুরআনুল কারিমের একটি মর্যাদাপূর্ণ সুরা। অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত সুরা। এ সুরায় বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা।

ইরশাদ হয়েছে,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

'এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।'[৪৬]

আল্লাহ তায়ালা তার রাজত্ব ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে পরাক্রমশালী। এমনিভাবে পরাক্রমশালী তিনি তার পবিত্র নাম ও সমস্ত গুণাবলির ক্ষেত্রেও। এবং তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞাময় তার সকল কাজ ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে। তার জ্ঞান বিশ্বজগতের সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি অণু পরমাণু তার নখদর্পণে। সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করেছেন আমাদের নিকট মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

ইরশাদ হয়েছে,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

---

৪৬ সুরা যুমার: ১।

Scanned with CamScanner

'এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি আপনার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং বিশুদ্ধচিত্তে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো।'[৪৭]

সুরা যুমারের সূচনা হয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়ে। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে বান্দার নিকট আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার প্রার্থিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। আর তা হলো, একনিষ্ঠচিত্তে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ইবাদত ও প্রার্থনায় তার সাথে কাউকে শরিক না করা।

ইরশাদ হয়েছে,

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

'তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করো। জেনে রেখো, আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যই।'[৪৮]

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা

হে আল্লাহর বান্দা! ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। প্রার্থনা করতে হবে কেবল আল্লাহর নিকট। সেইসঙ্গে বান্দাকে আল্লাহর যাবতীয় হক আদায় করতে হবে । রক্ষা করতে হবে তার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কারো ইবাদত করে তারা কাফের। তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের সম্মান রক্ষা করে না। যারা কাউকে আল্লাহর সন্তান বলে সাব্যস্থ করে তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে না। মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের যথোচিত সম্মান রক্ষা করে না। যারা আল্লাহর দেওয়া আদেশসমূহ মেনে চলে না এবং নিষেধ থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকে না তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে না। যারা বলে আল্লাহ সর্বশক্তিমান নয় তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে না। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও ইয়াকিন পরিপূর্ণ নয়। কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তিনি একক ও

৪৭ সুরা যুমার: ১-২।

৪৮ সুরা যুমার: ২-৩।

Scanned with CamScanner

সর্বশক্তিমান। শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বে তার সমকক্ষ কেউ নেই। বিশাল সৃষ্টিজগতের সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণাধীন। কোনোকিছুই তার ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণের বাহিরে নয়।

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার দক্ষিণ হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি। তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।'[৪৯]

'আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না' এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালাকে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা। পৃথিবীতে অসংখ্য ও অগণিত সৃষ্টিরাজি ছড়িয়ে আছে যা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও একক কর্তৃত্বের প্রমাণ বহন করে। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তার নিদর্শন দেখার জন্য পৃথিবীময় ভ্রমণ করতে বলেছেন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তাহলে কেন তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখো না তার শক্তি ও অপার ক্ষমতা। যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল এসেছেন পৃথিবীতে। তারা এসে বলেছেন এ কথাই যে আল্লাহ এক। তার কোনো শরিক নেই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কোনোকিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে নয়। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। অণু থেকে পরমাণু কিছুই তার আয়ত্বের বাহির নয়।

হযরত নুহ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে বলেছেন,

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না?'[৫০]

---

৪৯ সুরা যুমার: ৬৭।

৫০ সুরা নুহ: ১৩।

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব মেনে নিচ্ছ না? কেন তোমরা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করছ না? কেন তার যাবতীয় হক আদায় করছ না? তোমরা কি তার কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তিকে মোটেও ভয় পাচ্ছ না?

অতঃপর হযরত নুহ আলাইহিস সালাম তাদের নিকট আল্লাহর বড়ত্ব ও কর্তৃত্বের পরিচয় তুলে ধরেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।'[৫১]

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا اِنَّا اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا

'কালপ্রবাহে মানুষের ওপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে। তাকে পরীক্ষা করার জন্য। আর এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃঙ্খল বেড়ি ও লেলিহান আগুন।'[৫২]

হে আদম সন্তান! কে তুমি? কী তোমার পরিচয়? কে তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন?

---

৫১ সূরা নুহ: ১৪।

৫২ সূরা দাহর: ১-৪।

Scanned with CamScanner

ইরশাদ হয়েছে,

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।'[৫৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোমাকে পর্যায়ক্রমে এক স্তর থেকে অপর স্তরে রূপান্তর করে সৃষ্টি করেছেন। তুমি অনস্তিত্বে ছিলে অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি তোমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। প্রথমে ছিলে এক ফোঁটা বীর্য। তারপর হলে জমাট রক্ত। তারপর একটি মাংস পিণ্ড। অতঃপর একটি শিশুর মতো তিনি তোমাকে পৃথিবীতে এনেছেন। প্রতিটি মানুষের সৃষ্টির প্রক্রিয়া এভাবেই হয়। সুতরাং যদি আল্লাহর ইবাদত না করো তবে কার ইবাদত করবে। যদি আল্লাহর যথোচিত সম্মান না করো তবে কার সম্মান করবে? আর কে আছে যে সৃষ্টি করেছে তোমাকে? আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে যে তোমাকে রিজিক দেয়? কে আছে যে তোমাকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করে? কে আছে আল্লাহ ব্যতীত? হে আল্লাহ বান্দা! বারবার জিজ্ঞেস করো নিজেকে এ কথা। বিবেকের আদালতে পেশ করো তোমার এসব প্রশ্ন। তবেই ঠিক ঠিক উত্তর পেয়ে যাবে।

অতঃপর নুহ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তাকিয়ে দেখো আসমান ও জমিনের দিকে। তাকিয়ে দেখো তোমাদের ডানে-বামে অসংখ্য সৃষ্টির দিকে। তাহলে দেখতে পাবে তার বড়ত্ব ও কর্তৃত্ব।

ইরশাদ হয়েছে,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

৫৩ সুরা নুহ: ১৪।

Scanned with CamScanner

'তোমরা কি দেখোনি আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে, সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং তারপর পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে।'[৫৪]

সুরা যুমারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার দক্ষিণ হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি। তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।'[৫৫]

কবি বড় চমৎকার বলেছেন,

'হে আদম সন্তান!
তুমি যখন জন্মেছিলে কাঁদতে ছিলে,
হাসতে ছিল সবাই।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
যেন মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন।'

আর তা তখনই সম্ভব হবে যদি আল্লাহ তায়ালাকে যথোচিত সম্মান করো। তার যাবতীয় হক যথাযথ আদায় করো। যদি আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করো, হারাম ও নাজায়েজ কাজে লিপ্ত হও, তাহলে তার হক আদায় হবে না। যথোচিত সম্মান রক্ষা হবে না। তার যথোচিত সম্মান রক্ষা হবে তখন যখন তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবে। মসজিদের সাথে তোমার সম্পর্ক হবে গভীর। আর যদি উদাসীনতা ও গাফলতের ঘুমে বিভোর

---

৫৪ সুরা নুহ: ১৫-২০।
৫৫ সুরা যুমার: ৬৭।

Scanned with CamScanner

থাকো তাহলে আল্লাহ তায়ালার হক ও সম্মান যথোচিত আদায় হবে না। যদি জীবনভর অবাধ্যতা ও পাপাচারিতায় লিপ্ত থাকো তাহলে জন্মেছিলে যেমন কাঁদতে কাঁদতে, তেমনি মরণ হবে কাঁদতে কাঁদতে।

কেয়ামত সন্নিকটে

আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা মানুষের দেহের ভেতর অসংখ্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। আসমান জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত নিদর্শন তিনি বান্দাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন। এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

> 'কেয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার দক্ষিণ হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি। তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।'[৫৬]

আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত সত্য ও অবশ্যম্ভাবী হওয়ার ব্যাপারে আমাদের ছোটো-বড় বহু প্রমাণ দেখিয়েছেন। এসব প্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে বারবার আমাদের সতর্ক করেছেন, যেন কেয়ামতের ভয়াবহতা অনুধাবন করে আমরা ফিরে আসি সঠিক পথে। তার অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে যেন আনুগত্যের পথে ফিরে আসি। নাফরমানি পরিহার করে আমলের পথ অবলম্বন করি। আদেশসমূহ পালন করার পাশাপাশি যাবতীয় নিষেধ থেকে বেঁচে থাকি। মোটকথা, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের কেয়ামতের সত্যতার ব্যাপারে সতর্ক করে সফলতা ও চির কল্যাণের পথে আহ্বান করেছেন।

---

৫৬ সুরা যুমার: ৬৭।

Scanned with CamScanner

ইরশাদ হয়েছে,

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ * فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

'তারা কি কেবল এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে কেয়ামত তাদের অতি নিকটে এসে পড়ুক? কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ তো এসেই পড়েছে। কেয়ামত এসে পড়লে তারা তখন উপদেশ গ্রহণ করবে কীভাবে? সুতরাং জেনে রাখো! আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন নারী-পুরুষের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।'[৫৭]

আল্লাহকে যারা ভয় করে এবং তার হক ও যথাযথ সম্মান রক্ষা করে তারা কেয়ামত দিবসের জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আর যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, যারা তার অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে মত্ত রয়েছে এবং তার হক ও সম্মান যথোচিত রক্ষা করে না তারা কেয়ামত দিবসের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছে। তাদের হৃদয়ে ন্যূনতম অনুভূতি জাগ্রত হয় না। তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

'তাদের ছেড়ে দাও, তারা ভক্ষণ করতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক। অচিরেই তারা জানতে পারবে।'[৫৮]

কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। তা সংঘটিত হবেই। নিশ্চিত এ পরিণতি থেকে কেউ রেহাই পাবে না। কেয়ামত দিবসে ঈমানের তারতম্য অনুযায়ী মুমিনদের অবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা

---

৫৭ সুরা মুহাম্মদ: ১৮-২০।

৫৮ সুরা হিজর: ৩।

Scanned with CamScanner

করেছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কেয়ামত দিবস ও পরকালের প্রতি ঈমান আনাকে ঈমানের অন্যান্য আরো বহু শাখার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে—

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

'এর মাধ্যমে যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেওয়া হয়।'[৫৯]

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঈমানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার ওপর। এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে আল্লাহকে ভয় করে। পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচতে এবং পুরস্কার অর্জনে সচেষ্ট হয়। পরকালের প্রতি বিশ্বাস যার অন্তরে বিরাজমান তার কলব থাকে জীবিত। সে আল্লাহর আনুগত্য করে। অবাধ্যতা নাফরমানি থেকে বিরত থাকে। মন্দ আমল পরিহার করে। নেক আমল বেশি করে। পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা মুমিনের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। পরকালের প্রতি যার বিশ্বাস যত সুদৃঢ় তার জীবন ততই আল্লাহর আনুগত্যশীল। তখন তার অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। আমাকে একদিন তার সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার যাপিত জীবন সম্পর্কে। কোথায় তা ব্যয় করেছি।

জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের বিষয়ে অবগত। আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দৃশ্য-অদৃশ্য কোনোকিছুই তার নিকট অজানা নয়। কিন্তু এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও আজ তাদের অবস্থা হলো অন্ধ, বোবা ও বধির ব্যক্তির মতো। তারা নিজেদের ক্ষেত্রে দাবি করে তারা ঈমানদার, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি রয়েছে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে পরিলক্ষিত হয়, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের কোনো প্রভাব ও ক্রিয়া তাদের মাঝে নেই। আনুগত্যের ব্যাপারে তারা দুর্বল। সকল প্রকার হারাম ও নাজায়েজ কাজে তারা জড়িয়ে পড়ছে। এ জন্য তাদের অন্তরে নেই কোনো প্রকার দ্বিধা ও ভয়। তাদের বিশ্বাস ও

---

৫৯ সুরা বাকারাহ: ২৩২।

Scanned with CamScanner

কর্মের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের দেখছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা গুনাহও নাফরমানি থেকে বিরত থাকছে না। হ্যাঁ, কেন হচ্ছে এমনটি? কেন তারা মুখে ঈমানের কথা বললেও আমলে তাদের ঈমানের প্রতিফলন নেই। পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ঠিক কিন্তু সে শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা কোনো চেষ্ট করছে না। তাদের এ কেমন ঈমান? এ কেমন ভয়?

এর প্রকৃত কারণ হলো, তারা মুখে যদিও বলে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রয়েছে, কিন্তু কার্যত তারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে না, তার হক আদায় করে না, তার যথোচিত সম্মান রক্ষা করে না।

কেয়ামত ও মহাপ্রলয়ের পূর্বে বড় বড় কতিপয় নিদর্শন প্রকাশিত হবে। হে আদম সন্তান! তখন তোমার কেমন পরিণতি হবে, যখন তুমি দেখবে সূর্য পূর্বদিকে উদিত না হয়ে পশ্চিম দিকে উদিত হচ্ছে সেদিন তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন হবে? যেদিন দাজ্জাল পৃথিবীতে বিচরণ করবে? যখন দাব্বাতুল আরদ বের হবে তখন তুমি কী করবে? তখন তোমার পরিণাম কেমন হবে যখন ইয়াজুজ-মাজুজ উন্মোচিত হবে?

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

> 'তারা কি কেবল এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কেয়ামত তাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? কেয়ামতের নিদর্শন তো এসেই পড়েছে। কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কীভাবে?'[৬০]

যাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান রয়েছে। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহর হক ও সম্মান যথাযথ আদায় করে তারা যখন কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ দেখবে তখন আখেরাতের জন্য আরো অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণে করবে। হারাম ও নাজায়েজ থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকবে।

হে আদম সন্তান! হতে পারে তুমি সকাল যাপন করেছ কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবে। কিংবা সন্ধ্যা যাপন করেছ কিন্তু রাত পেরিয়ে সকাল হওয়ার

---

৬০ সুরা মুহাম্মদ: ১৮।

Scanned with CamScanner

পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবে। আর যখন তুমি মৃত্যুবরণ করবে তখন থেকেই তোমার মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে।

হে আদম সন্তান! মৃত্যুর পূর্বেই তুমি শুনে নাও সেদিন তাদের কথা কেমন হবে যারা আল্লাহর হক ও তার সম্মান যথোচিত রক্ষা করেনি। দুনিয়াতে থেকেই শুনে নাও সেদিন তাদের পরিণাম হবে কেমন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে দোজখের পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'[৬১]

আর তারা যখন দুনিয়াতে ছিল তখন তারা কী বলত?

ইরশাদ হয়েছে,

قالوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ * وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ * قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

'তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না। তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে যখন তাদের

---

৬১ সুরা আনআম: ২৭।

Scanned with CamScanner

প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন, এটি কি প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলবেন, তবে তোমরা যে কুফরি করতে তার জন্য এখন শাস্তি ভোগ করো। যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কেয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যে তাকে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ। তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছু নয়। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি তা অনুধাবন করো না? আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিত কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং যারা জালেম তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।'[৬২]

কেয়ামত দিবসের অবস্থা

কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। সেদিন কেমন হবে আমার ও আপনার অবস্থা? কী পরিণতি অপেক্ষা করছে সেদিন আমাদের জন্য? সেদিনের সূচনা হবে প্রলয়ঙ্করী এক শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে। বড় ধ্বংসাত্মক, নিদারুণ ও হৃদয়বিদারক এক ধ্বনি। ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

'তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে না। কেয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী

৬২ সুরা আনআম: ২৮-৩৩।

Scanned with CamScanner

থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার দক্ষিণ হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি। তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল কিছু মূর্ছে যাবে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হবে তাকাতে থাকবে।'[৬৩]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ * يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ

'যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, একটিমাত্র ফুৎকার। পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংগঠিত হবে মহাপ্রলয়। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সেদিন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে। সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদের এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।'[৬৪]

সেদিন তাদের কী পরিণতি হবে যারা আল্লাহর হক যথাযথ আদায় করেনি, তার অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত ছিল?

সেদিন তাদের অবস্থা হবে নিদারুণ করুণ। ভয়াল এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তারা। তাদেরকে গ্রাস করবে কেয়ামত দিবসের বিভীষিকা। সে মহাপ্রলয়ের দিনে তাদের সূচনা হবে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর তাদের একত্রিত করা হবে। মাথার ওপর থাকবে জ্বলন্ত সূর্য। ঘাম ও পুঁজের সাগরে তারা হাবুডুবু খেতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের

---

৬৩ সুরা যুমার: ৬৭-৬৮।

৬৪ সুরা হাক্কাহ: ১৩-১৮।

Scanned with CamScanner

জীবনের হিসাব চাওয়া হবে। আল্লাহকে তখন পৃথিবীতে যাপিত প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। এছাড়া এক কদমও কেউ নড়তে পারবে না। হে আল্লাহর বান্দা! বড় কঠিন সেই দিন। অতঃপর আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। আল্লাহর নিযুক্ত আজাবের ফেরেশতারা তাদের টেনে নেবে জাহান্নামের দিকে।

আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কেয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বর্ণনা পড়েন? কুরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কি তা বারবার বর্ণিত হয়নি?

আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত দিবসের বিভীষিকার কথা বর্ণনা করে বারবার মানুষকে সতর্ক করেছেন। তারা যেন ফিরে আসে মিথ্যা ছেড়ে সত্যের পথে। কুফর ছেড়ে ঈমানের পথে। মূর্খতা ছেড়ে জ্ঞানের পথে। অবাধ্যতা ছেড়ে আনুগত্যের পথে।।

যারা প্রকৃত মুমিন, আল্লাহকে ভয় করে, তারা সেদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তাদের কোনো চিন্তা ও দুঃখবোধ নেই। আর যাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে তাদের দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার অন্ত নেই।

ইরশাদ হয়েছে,

ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

'তা সেই দিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে, তা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে। আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান।'[৬৫]

৬৫ সুরা হুদ: ১০৩-১০৫।

Scanned with CamScanner

কাফেররা কেয়ামত দিবস, পুনরুত্থান, হাশর ও হিসাব গ্রহণকে অস্বীকার করেছে।

ইরশাদ হয়েছে,

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

'কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর তা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'[৬৬]

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

'আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদের তিনি মন্দ প্রতিদান দেবেন এবং যারা সৎকর্ম করে তাদের তিনি দেবেন উত্তম পুরস্কার।'[৬৭]

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

'সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে। মনে হবে তারা কোনো উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অবনত নেত্রে। হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে। ইহাই সেই দিন যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো।'[৬৮]

---

৬৬ সুরা তাগাবুন: ৭।
৬৭ সুরা নাজম: ৩১।
৬৮ সুরা মাআরিজ: ৪৩-৪৪।

Scanned with CamScanner

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

'আর বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল! তারা থাকবে উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়। যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে। তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। আর তারা বলত, মরে অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলেও কি উত্থিত হবো আমরা? এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? বলুন, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ—সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।'[৬৯]

সেদিন কী পরিণতি হবে মানুষের? বিশেষত যারা আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে সদা ব্যস্ত তাদের?

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

'হায়! যদি তুমি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে নত মস্তকে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আপনি আমাদের পুনরায় প্রেরণ করুন। আমরা সৎকর্ম করব, আর আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'[৭০]

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا

---

৬৯ সুরা ওয়াকিআ: ৪১-৫১।

৭০ সুরা সাজদাহ: ১২।

Scanned with CamScanner

'তুমি যদি তাদের দেখতে পেতে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাদের দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন, এ কি প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলবেন, তবে তোমরা যে কুফরি করতে তার জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ করো।'[৭১]

কেয়ামতের দিন তারা সকলেই আফসোস ও আক্ষেপের সুরে বলবে,

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'[৭২]

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। সমগ্র জগত সেদিন উলট-পালট হয়ে যাবে। মাটির ভেতরে যারা ছিল তারা উত্থিত হবে। পায়ের নিচে জমিন থাকবে কিন্তু এ জমিন চেনা যাবে না। মাথার উপর আসমান থাকবে কিন্তু তা ছায়া দেবে না। বিভীষিকাময় সেদিন মানুষের পরিণতি কী হবে তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাই ভালো জানেন।

ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

'সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে। মনে হবে তারা কোনো উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অবনত নেত্রে। হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেই দিন যার বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল।'[৭৩]

---

৭১ সুরা আনআম: ৩০।

৭২ সুরা আনআম: ২৭।

৭৩ সুরা মাআরিজ: ৪৩-৪৪।

Scanned with CamScanner

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

'সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় হবে। পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙিন পশমের ন্যায়।'[৭৪]

আল্লাহ তায়ালা মহাপ্রলয়কে 'কারিআ' বলে নামকরণ করেছেন। 'কারিআ' অর্থ হলো সজোরে আঘাত করা। মহাপ্রলয় যেহেতু কান ও অন্তঃকরণে সজোরে আঘাত করবে তাই কেয়ামতকে 'কারিআ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পাহাড়ের অবস্থা যদি হয় ধুনিত পশমের ন্যায় তাহলে আমাদের অবস্থা হবে কেমন? আল্লাহ তায়ালা মানুষের অবস্থা কেমন হবে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

'সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় হবে।'[৭৫]

إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

'যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। যখন তোমরা প্রতিপালক উপস্থিত হবেন এবং ফেরেশতাগণও উপস্থিত হবেন সারিবদ্ধভাবে।'[৭৬]

যখন শিঙ্গার ফুৎকার বেজে উঠবে তখন সমস্ত মৃত মানুষ কবর থেকে জেগে উঠবে। তাদের ওপর থেকে মাটির স্তুপ সরে যাবে। এবং তারা বলতে থাকবে,

---

৭৪ সুরা কারিআ: ৪-৫।

৭৫ সুরা কারিআ: ৪।

৭৬ সুরা ফাজর: ২১-২২।

Scanned with CamScanner

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

'তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের, কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? দয়াময় আল্লাহ তো তারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসুলগণ সত্যই বলেছিলেন। তা কেবল এক মহা চিৎকার; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।'[৭৭]

কেয়ামত দিবসকে আল্লাহ তায়ালা 'ইয়াওমুত তালাক' তথা পারস্পরিক সাক্ষাতের দিবস বলে নামকরণ করেছেন। কেননা, এই দিন হযরত আদম আলাইহিস সালাম তার সকল বংশধরদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। দুনিয়াবাসী আসমানবাসীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। জালিমের সাথে মাজলুমের সাক্ষাৎ হবে।

কেয়ামত দিবসকে আল্লাহ তায়ালা 'ইয়াওমুল জামই' তথা একত্রিত করণের দিন বলেও নামকরণ করেছেন। কেননা, এই দিন আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন।

পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত দিবসের আলোচনা করেছেন। পরতে পরতে, ছত্রে ছত্রে আলোচিত হয়েছে মহাপ্রলয় ও কেয়ামতের আলোচনা। এ আলোচনা অন্তরসমূহকে জীবিত করে। ঘুমন্ত সত্তাকে জাগ্রত করে। মানুষকে অবাধ্যতা থেকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনে।

শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পর যখন কবর থেকে উত্থিত হয়ে হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে। তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন মায়ের উদর থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের শরীরে কোনো কাপড় থাকবে না। পায়ে থাকবে না জুতা। ছন্নছাড়া হয়ে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি বলে ক্রমাগত দৌড়াতে থাকবে।

ইরশাদ হয়েছে,

---

৭৭ সুরা ইয়াসিন: ৫২-৫৩।

Scanned with CamScanner

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

'তোমরা তো আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম।'[৭৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, কেয়ামতের দিন মানুষেরা কবর থেকে উত্থিত হয়ে উলঙ্গ হয়ে খালি পায়ে দৌড়াতে থাকবে, তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন, কেয়ামতের দিন নারী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ হবে? তারা কি একে অপরের দিকে তাকাবে? প্রত্যুত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে আয়েশা! কেয়ামতের দিন হবে এতই কঠিন ও বিপদময় যে, মানুষের মনে একে অপরের প্রতি তাকাবারও খেয়াল থাকবে না।'

কেয়ামতের দিবস হলো পলায়নের দিন। সেদিন একে অপরের থেকে পলায়ন করবে।

ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে, তার মা থেকে, তার পিতা থেকে, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাদের সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।'[৭৯]

---

৭৮ সুরা আনআম: ৯৪।

৭৯ সুরা আবাসা: ৩৪-৩৭।

Scanned with CamScanner

কেয়ামত দিবসে মানুষের পরিণতি

কেয়ামত দিবসে মানুষের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেদিন তাদের অন্তরে ভীষণ কম্পন সৃষ্টি হবে। চক্ষু হবে ভীতসন্ত্রস্ত। তারা কেউ জানবে না সেদিন তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে। হাশরের মাঠ এত ভয়ানক ও বিভীষিকাময় হবে যে, দাঁড়িয়ে থাকা বড্ড কঠিন হবে। সূর্যকে এনে দেওয়া হবে তাদের মাথার ওপর।

হে আল্লাহর বান্দা! সূর্যকে যখন আল্লাহ তায়ালা মাথার ওপর নামিয়ে দেবেন সেদিন কেমন হবে মানুষের পরিণতি? সেদিন তখন তারা কোথায় পলায়ন করবে?

জেনে রাখো! সেদিন পলায়নের কোনো জায়গা থাকবে না। মানুষের ঘামে ভরে যাবে হাশরের মাঠ। সেদিন প্রত্যেকে তার আমল অনুযায়ী নিজ নিজ ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে। কারো আমলনামা অনুযায়ী তার ঘাম হবে টাখনু পরিমাণ। কারো হবে কোমর পরিমাণ। আবার কারো হবে গলা পরিমাণ। আল্লাহর শপথ! সেদিন মানুষের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এক নিদারুণ বিভীষিকা তাদের গ্রাস করে নেবে। সেদিন কেউ পলায়ন করতে পারবে না। আল্লাহর শপথ! কেউ না।

Scanned with CamScanner

হাশরের ময়দানে সুপারিশ

হাশরের বিভীষিকাময় প্রান্তরে যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন তারা বলতে থাকবে আমরা তো একদিন এখানে ছিলাম না। হায়! আমরা তো আজ নিদারুণ চিন্তা ও পেরেশানিতে পতিত হয়েছি। কে আজ আমাদের উদ্ধার করবে নিদারুণ এ পরিণতি থেকে? কে আজ আমাদের জন্য সুপারিশ করবে রবের নিকট?

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, বিবাহের এক ওলিমায় আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি নবীজির অত্যন্ত নিকটবর্তী হলাম। তখন তিনি বললেন, কেয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সর্দার হবো। তোমরা কি জানো তা কেন? সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করা হবে। কারো প্রতি সামান্যতম প্রতারণা করা হবে না। সকলকে যখন একটি জায়গায় একত্রিত করা হবে তখন সূর্যকে তাদের মাথার এক মাইল ওপরে রেখে দেওয়া হবে। সেদিন লোকেরা তাদের ঘামে হাবুডুবু খেতে থাকবে।'

সে দিনটি এতই ভয়াবহ হবে যে, কেউ একটি কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না। তবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যাকে অনুমতি দেবেন কেবল সেই কথা বলতে পারবে।

ইরশাদ হয়েছে,

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

> 'দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।'[৮০]

গভীরভাবে চিন্তা করো সে দিন সম্পর্কে। কেমন হবে সেদিনের ভয়ানক অবস্থা! আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে এর আলোচনা করেছেন যেন ফিরে আসে মানুষ অবাধ্যতা থেকে।

ইরশাদ হয়েছে,

---

৮০ সুরা তহা: ১০৯।

Scanned with CamScanner

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

'তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তাদের সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। যেখানে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না। সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে। এ ব্যাপারে এদিক-ওদিক করতে পারবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত আর কারো সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হবে মস্তকাবনত এবং সেই ব্যর্থ হবে যে জুলুমের ভার বহন করবে।'[৮১]

হাশরের ভয়াল দিনে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বলবে কে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? কে আজ আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবে? হায়! আজ তো সকলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কি নেই যিনি আমাদের জন্য এগিয়ে আসবেন। অতঃপর তারা বলবে, চলো যাই হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিকট। এসে বলবে, হে আদম! আপনি মানুষের পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ কুদরতি হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেছেন এবং আপনাকে বানিয়েছেন জান্নাতের অধিবাসী। হে

---

৮১ সুরা তহা: ১০৫-১১১।

Scanned with CamScanner

আমাদের পিতা আদম! আপনি কি দেখছেন না আজ আমরা কী নিদারুণ কঠিন অবস্থায় পতিত হয়েছি? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন না?

তাদের কথা শুনে হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলবেন,

إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن تلكم الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح

'আজ আমার রব ভীষণ রেগে আছেন; ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন রাগান্বিত হননি, এবং আজকের পরেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছিলেন বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে। কিন্তু আমি তার অবাধ্যতা করেছি। নাফসি! নাফসি! নাফসি! তোমরা নুহ এর নিকট যাও।'

হযতর আদম আলাইহিস সালামের নিকট থেকে অতঃপর তারা যাবে হযরত নুহ আলাইহিস সালামের নিকট। তাকে বলবে, 'হে নুহ! আপনি পৃথিবীতে প্রথম রাসুল। আল্লাহ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞশীল বান্দা বলে। আপনি কি দেখছেন না আমরা আজ কী অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি? আপনি কি আজ আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না?' তাদের কথা শুনে হযরত নুহ আলাইহিস সালাম বলবেন, 'আমার প্রভু আজ ভীষণ রেগে আছেন। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন রাগান্বিত হননি, এবং আজকের পরেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। তাছাড়া আমার দাওয়াত ছিল কেবল আমার সম্প্রদায়ের জন্য। নাফসি! নাফসি! নাফসি! তোমরা ইবরাহিমের নিকট যাও।'

অতঃপর তারা দৌড়ে যাবে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট। বলবে, হে ইবরাহিম! আপনি আল্লাহর নবী এবং তার খলিল। আপনি কি দেখছেন না আমাদের পরিণতি? আপনি কি আজ আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না?' তাদের কথা শুনে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলবেন, 'আমার প্রভু আজ ভীষণ রেগে আছেন। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন রাগান্বিত হননি, আজকের পরেও কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমি কীভাবে তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। আমি মোট তিনবার মিথ্যা বলেছি। নাফসি! নাফসি! নাফসি! তোমরা মুসার নিকট যাও।'

Scanned with CamScanner

এবার তারা দৌড়ে যাবে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট। বলবে, 'আপনি আল্লাহর নবী এবং তার কালিম। আপনি কি দেখছেন না আমাদের করুণ পরিণতি? আজ আপনি কি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না?' তাদের কথা শুনে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলবেন, 'আমার প্রভু আজ ভীষণ রেগে আছেন। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন রাগান্বিত হননি, এবং আজকের পরে আর কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমি কীভাবে তোমাদের জন্য সুপারিশ করব, আমি তো একজনকে হত্যা করেছি। নাফসি! নাফসি! নাফসি! তোমরা ইসার নিকট যাও।'

এবার তারা দৌড়াতে থাকবে হযরত ইসা আলাইসি সালামের নিকট। তার তাকে বলবে, আপনি আল্লাহর নবী এবং তার বাণী। আল্লাহ আপনাকে মারইয়ামের গর্ভে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি আপনার মাঝে রুহ সঞ্চার করেছেন। আপনি কি দেখছেন আমাদের করুণ পরিণতি? আজ কি আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না?' হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বলবেন, 'আমার প্রভু আজ ভীষণ রেগে আছেন; ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন রাগান্বিত হননি এবং আজকের পর আর কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। নাফসি! নাফসি! নাফসি! তোমরা কি জানো সেদিন যারা নাফসি! নাফসি! নাফসি! করবে তারা কারা? তারা হলেন প্রথম সারির নবী-রাসুল! সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তারা ছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও আস্থাভাজন। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ছিল সর্বাধিক। তাদের যদি এমন পরিণতি হয় হে আল্লাহর বান্দা! তাহলে আমার ও আপনার জন্য কেমন পরিণতি অপেক্ষা করছে? আর ওইসমস্ত লোকদেরই বা কী পরিণতি হবে যারা আল্লাহর অবাধ্যতা নাফরমানিতে সদা লিপ্ত। যারা আল্লাহর হক ও মর্যাদা যথাযথ আদায় করে না?

সর্বশেষ হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বলবেন, তোমরা মুহাম্মদের নিকট যাও। হৃদয়ে তারা অপরিসীম আশা ও ভরসা নিয়ে দৌড়ে যাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে, হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর নবী, সর্বশেষ নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি কি দেখছেন না আমাদের পরিণতি? আজ আপনি কি আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের দিকে দৌড়াতে থাকবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী তখন থাকবেন সেজদাবনত। আল্লাহ তায়ালা

Scanned with CamScanner

সেদিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত অধিক প্রশংসা করবেন, যে প্রশংসা তিনি ইতিপূর্বে কখনো করেননি। আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবিবের এ দৃশ্য দেখে সহ্য করবেন না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার মাথা উত্তোলন করুন এবং সুপারিশ করুন। নবীজি সুপারিশ করবেন। বলবেন,

يا رب! أمتي، يا رب! أمتي

'হে রব! আমার উম্মত, হে রব! আমার উম্মত।'

হে আল্লাহর বান্দা! সেদিন সকল নবী-রাসুল যখন নাফসি! নাফসি! করতে থাকবে, একমাত্র আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতি উম্মতি বলে চিৎকার করবেন। সেদিন যখন নবী-রাসুল যখন নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত থাকবেন, একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের কথা ভুলে আমাদের জন্য উম্মতি উম্মতি বলে চিৎকার করবেন। আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। আমাদের মুক্তি ও নাজাতের জন্য সুপারিশ করবেন।

হায়! আজ কোথায় আমরা? কোথায় উম্মতে মুহাম্মদি? কেয়ামতের দিন যে নবী তার নিজের কথা ভুলে উম্মত উম্মত করবেন, আজ সে উম্মত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলে আছে। তার দ্বীনকে সাহায্য করছে না। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না। আফসোস, শত আফসোস, সে নবীর উম্মত আজ জিহাদের রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। হাশরের বিভীষিকাময় ভয়াবহ দিবসে যে নবী তার উম্মতের জন্য পাগলপ্রায় হয়ে যাবেন, তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, সে উম্মত আজ তার অনুসরণ থেকে দূরে সরে আছে। যে দ্বীন তিনি তাদের নিকট রেখে গেছেন তারা সে দ্বীনের অমর্যাদা করছে। দ্বীনকে পরাজিত হতে দেখে তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় না। পৃথিবীতে তার দ্বীনকে বিজয় ও সমুন্নত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করছে না। হায়! উম্মত আজ জিহাদকে ভুলে গেছে। তরবারির ছায়া থেকে পালিয়ে আজ তারা আশ্রয় নিচ্ছে গোলামি ও দাসত্বের ছায়ায়। হায় আফসোস! যদি বুঝত উম্মত তাদের কর্তব্য।

তুমি কি মনে করছ, হাশরের দিবস এখানেই সমাপ্ত? না, তা নয়। সবে তো সূচনা হয়েছে। সেদিন মানুষ এক কঠিন অবস্থা থেকে আরেক কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হবে। অবশেষে আসবে সে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। আল্লাহ তায়ালা

Scanned with CamScanner

হিসাব গ্রহণের অনুমতি প্রদান করবেন। তখন সকলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠবে ভয় ও দুশ্চিন্তার কালো রেখা।

ইরশাদ হয়েছে,

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا

'এবং তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করে বলা হবে, তোমাদের প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনো উপস্থিত করব না।'[৮২]

সকলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের মাথা থাকবে অবনত। ভয়ে তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হতে থাকবে। একে একে সকলের আমলনামা পেশ করা হবে। মিযানে সকলের আমলনামা পরিমাপ করা হবে। মানুষ সেদিন একটি নেক আমলের জন্য পাগলের মতো দৌড়াতে থাকবে। কোথাও যদি একটি নেক আমল পাওয়া যায়! কিন্তু কেউ কারো দিকে একটি বার ফিরে তাকাবে না। সকলে সেদিন সকলের থেকে পলায়ন করবে। একটি আমল কেউ কাউকে দেবে না। জেনে রাখো! সেদিন মা তার সন্তানকে বলবে, 'আমি তোমাকে নয় নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছি। তোমার জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করেছি। হে আমার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান! আজ তুমি আমাকে একটি নেক আমল দাও। এমনিভাবে পিতা তার সন্তানকে বলবে। কিন্তু কেউ কারো ডাকে সাড়া দেবে না। সকলেই বলবে, নাফসি! নাফসি! নাফসি!

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, 'মানুষ কি সেদিন তার পরিবার-পরিজনকে চিনতে পারবে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হ্যাঁ, সেদিন তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। আর তিনটি সময় এমন রয়েছে যখন মানুষ তার পরিণতির কথা জানতে পারবে না। (এক) যখন তাদের আমলনামা প্রকাশ করা হবে, তখন জানবে না যে, আমলনামা কোথায় দেওয়া হবে। ডান হাতে নাকি বাম হাতে। (দুই) যখন আমলনামা পরিমাপ করার জন্য মিজানে রাখা

---

৮২ সুরা কাহফ: ৪৮।

Scanned with CamScanner

হবে, তখন জানবে না নেক আমল অধিক হবে নাকি মন্দ আমল। (তিন) যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন জানবে না, সে কি তা অতিক্রম করতে পারবে নাকি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

হাশরের ভয়াবহ সেই কাল এক বা দুই দিন নয়, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। এই সুদীর্ঘকাল মানুষ সেখানে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মাথার ওপর থাকবে জ্বলন্ত সূর্য। আল্লাহু আকবার! সেদিন কী অবস্থা হবে আমাদের? কী অবস্থা হবে আমার আপনার? হে আল্লাহর বান্দা! একটি বার জিজ্ঞেস করো নিজেকে। সেদিনের জন্য তোমার প্রস্তুতি কেমন?

ইরশাদ হয়েছে,

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ * تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

'এক প্রশ্নকারী শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করল, যা নেমে আসবে কাফেরদের ওপর, যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। (যা আসবে ঊর্ধ্বারোহণের) সিঁড়ির অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে। তার (আরশের) দিকে ফেরেশতারা ও (পবিত্র) আত্মা (জিবরাইল) আরোহণ করে থাকে। (কাফেরদের ওপর ওই শাস্তি নেমে আসবে) এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।'[৮৩]

সুদীর্ঘ সেই পঞ্চাশ হাজার বছর তারা কিছুই খাবে না, পান করবে না। এমনকি কথাও পর্যন্ত বলবে না। তাদের অন্তর কাঁপতে থাকবে। তাদের চক্ষু বের হয়ে আসার উপক্রম হবে। কী হবে সেদিন আমার ও আপনার পরিণতি? আর তাদেরই-বা কেমন পরিণতি হবে যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে। তার হক ও সম্মান যথাযথ আদায় করে না।

কিন্তু সেই কঠিনতর দিনেও আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সাত প্রকার ব্যক্তিকে আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের

---

৮৩ সুরা মাআরিজ: ১-৪।

Scanned with CamScanner

জন্য এটি হবে বিশেষ পুরস্কারস্বরূপ। সেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত গোটা হাশরের ময়দানে আর কোনো ছায়া থাকবে না। আর সূর্য থাকবে মাথার উপরে।

খুব গভীরভাবে চিন্তা করো দেখো, তুমি কি সেই সাত প্রকার ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত?

হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'তুমি কীভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর নিজ পায়ে সেদিন দাঁড়িয়ে থাকবে? সেদিন তারা খাবে না, পান করবে না এবং কথাও বলবে না। কেমন পরিণতি হবে যখন সত্তর হাজার বেড়ি পরিহিত জাহান্নামকে টেনে আনা হবে। যার প্রতিটি বেড়ির সাথে থাকবে অনুরূপ সত্তর হাজার ফেরেশতা?

إِذَا رَأَتْهُم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا

'দূর থেকে আগুন যখন তাদের দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে আগুনের ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার।'[৮৪]

'যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে আর তা হবে উদ্বেলিত। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?'

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের ভয়াবহ সে কেয়ামত দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি আমাদের তাকওয়া অর্জন করতে বলেছেন। তার আনুগত্য করতে বলেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

৮৪ সুরা ফুরকান: ১২।

Scanned with CamScanner

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী ভুলে যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত; যদিও তারা প্রকৃতার্থে নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন।'[৮৫]

সেদিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করবেন। সেদিন কারো প্রতি ন্যূনতম জুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে সেদিন তাই পাবে যা সে দুনিয়াতে অর্জন করেছে।

ইরশাদ হয়েছে,

لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'আজ কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[৮৬]

কেয়ামতের বিভীষিকা ও ভয়াবহ বর্ণনা করতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإِنسَانُ مَالَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'পৃথিবী যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দেবে, মানুষ বলবে—তার কী হলো? সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যেনো তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেউ

---

৮৫ সুরা হজ: ১-২।
৮৬ সুরা গাফের: ১৭।

Scanned with CamScanner

যদি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে তাহলে সে তা দেখবে, আর যদি অণু পরিমাণ অসৎকর্ম দেখে সে তাও দেখবে।'[৮৭]

চিন্তা করো তখন তোমার কেমন পরিণতি হবে যখন বলা হবে, হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমার আমলনামা পেশ করো? কেমন পরিণতি অপেক্ষা করছে সেদিন, যেদিন তোমার নাম ধরে ডেকে বলা হবে, দাও তোমার জীবনের হিসাব দাও, প্রতিটি সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দাও?

দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাহ যখন তোমার সামনে উপস্থিত থাকে তখন তোমার অন্তর কাঁপতে থাকে। ভয়ে তোমার মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বের হয় না। তাহলে সেদিন কী ভয়াবহ অবস্থা হবে যেদিন তোমার সামনে দণ্ডায়মান থাকবেন রাজাধিরাজ; যার হাতে সেদিন ভাঁজ করা থাকবে সমগ্র আসমান ও জমিন?

ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

'সেদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজ।[৮৮] যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই।'[৮৯]

বিচারগ্রহণের সময় সমস্ত ফেরেশতা ও মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা অপেক্ষারত থাকবে তোমার পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য। কিন্তু তুমি জানো না, তোমার সাথে কেমন আচরণ করা হবে। তুমি জানো না বিচার গ্রহণের পর তোমার অবস্থান হবে কোথায়।

যাদের অন্তরে তাকওয়া রয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য করেছে পূর্ণরূপে। যারা আল্লাহর সমস্ত হক ও তার সম্মান যথাযথ রক্ষা করেছে সেদিন তাদের পরিণতি কেমন হবে, এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর

---

৮৭ সুরা যিলযাল: ১-৮।

৮৮ এককালে দলিল-দস্তাবেজ, ফরমান ইত্যাদি গুটিয়ে রাখা হতো। এখানে এইভাবে কাগজপত্র গুটানোর সঙ্গে আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলার তুলনা করা হয়েছে।

৮৯ সুরা আম্বিয়া: ১০৪।

Scanned with CamScanner

রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে হিসাব গ্রহণের জন্য আহ্বান করবেন। তখন একটি পর্দা দিয়ে তাকে ঢেকে নেবেন। তারপর পর্দাবৃত অবস্থায় তার হিসেব গ্রহণ করবেন। বান্দা তখন আল্লাহর সম্মুখে তার সকল অপরাধ স্বীকার করবে। দুনিয়াতে যা যা করেছে তা পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরবে। অতঃপর বান্দা যখন ধারণা করবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে তখন বলবে, 'আমার আল্লাহ সবচেয়ে দয়ালু।' তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'আমি দুনিয়াতে তোমার সকল দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছি, আজও আমি তা গোপন রাখব। অতঃপর আল্লাহ তার আমলনামা তার ডান হাতে দেবেন। সে হাসতে হাসতে আনন্দচিত্তে বের হয়ে আসবে। তখন সে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দেবে,

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ * إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

'নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। সুউচ্চ জান্নাতে।'[৯০]

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভয় করে না। তার অবাধ্যতা ও নাফরমানি করে। অন্যায় পাপাচারে ডুবে থাকে। আল্লাহর যাবতীয় হক ও সম্মান যথাযথ আদায় করে না, তারা যখন হিসাব দেবে তখন ফেরেশতা ও মানুষ সকলে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা যখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবে সকলে তা শুনবে। আল্লাহ তখন তাদের বলবেন, 'দুনিয়াতে যখন আমার অবাধ্যতা করেছিলে তখন কি লজ্জিত হওনি, তবে আজ কেন সকলের সম্মুখে কৃত অন্যায় ও পাপের স্বীকারোক্তি দিতে লজ্জিত হচ্ছ?

তখন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তার ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন, 'হে আমার ফেরেশতাগণ! তাকে বড় শক্তভাবে পাকড়াও করো। তাকে আমার আজাবে নিক্ষেপ করো। মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করাও।

তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। আক্ষেপ, অনুশোচনায় তারা নিজেদের নত করে রাখবে। বলতে থাকবে,

---

৯০ সুরা হাক্কা: ১৯-২২।

Scanned with CamScanner

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ

'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই এলো না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়ে গেছে।'[৯১]

রাজাধিরাজ মহাশক্তিধর আমার প্রভু সেদিন তার ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন,

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

'তোমরা পাকড়াও করো তাকে। অতঃপর তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। তারপর তাকে সত্তর হাত লম্বা একটি শিকলে বাঁধ। সে তো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না। অতএব আজকের দিনে তার কোনো বন্ধু থাকবে না। থাকবে না কোনো খাদ্য, তবে রয়েছে ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ। যা অপরাধী ব্যতীত কেউ ভক্ষণ করে না।'[৯২]

---

৯১ সুরা হাক্কা: ২৫-২৯।

৯২ সুরা হাক্কা: ৩০-৩৭।

Scanned with CamScanner

আমলের পরিমাপ

হিসাব গ্রহণের পর উক্ত আমলনামা পরিমাপ করার জন্য পাল্লা স্থাপন করা হবে। এটি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার ইনসাফ ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। সেদিন তিনি কারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করবেন না। প্রত্যেকের আমলনামা অনুযায়ী ঠিক ঠিক ফয়সালা করবেন।

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

'কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। তাই কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কারো যদি সরিষার দানা পরিমাণও কাজ (আমল) থাকে আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।'[৯৩]

আমল পরিমাপ করার প্রত্যেকে জানতে পারবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার নিকট তার মর্যাদা ঠিক কী পরিমাণ। প্রত্যেকের মর্যাদা ও অবস্থান সেই পরিমাণ হবে যে পরিমাণ হবে তার আমল। আল্লাহর স্থাপিত ন্যায়বিচারের মানদণ্ড কারো প্রতি ন্যূনতম অবিচার করবে না। ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক।

সেদিন এক মুমিন ব্যক্তি গোনাহের পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হবে। যখন তার আমলনামা পরিমাপ করা হবে এবং সে বুঝতে পারবে তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলবেন, 'আজ কারো প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না। আমার বান্দার কি কোনো একটি নেক আমল রয়েছে? তখন একটি লিখিত পত্র উপস্থিত করা হবে যেখানে লেখা রয়েছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন উক্ত ব্যক্তি বলবে, 'এই পত্র আমার পাহাড় পরিমাণ পাপের তুলনায় কী হবে?' অতঃপর কালিমা লেখা সে পত্রটি পাহাড় পরিমাণ গোনাহের বিপরীত অপর পাল্লায় রাখা হবে। এক পাল্লায় পাহাড় পরিমাণ গোনাহ, অপর পাল্লায় কালিমা লেখা একটি পত্র। আশ্চর্য ও সত্য হলো, কালিমা সম্বলিত পত্রটি তার পাহাড় পরিমাণ গোনাহের তুলনায় অধিক ভারী হবে। তার জন্য নাজাতের ফয়সালা করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বান্দাকে এভাবেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন।

---

৯৩ সুরা আম্বিয়া: ৪৭।

Scanned with CamScanner

সুতরাং এই কালিমাকে হৃদয়ে সংরক্ষণ করো। তার যথোচিত হক ও মর্যাদা রক্ষা করো। বিভীষিকাময় সেদিন এই কালিমা ধ্বংস ও জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে রক্ষা করবে।

ইরশাদ হয়েছে,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

'অতএব জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'[৯৪]

পুলসিরাত

কেয়ামতের দিন সকল মানুষ এক স্থান থেকে অপর স্থানে পদার্পণ করবে। এক বিপদ থেকে আরেক বিপদের দিকে যাত্রা করবে। এক বিভীষিকা থেকে আরেক বিভীষিকায় স্থানান্তরিত হবে। তারা কেউ জানবে না জান্নাত নাকি জাহান্নাম হবে তাদের আবাসস্থল। চোখে-মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ পষ্ট হয়ে উঠবে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের আমলের হিসাব গ্রহণ করার পর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। পুলসিরাত—যা হবে চুলের চেয়ে সরু, শানিত তরবারির চেয়ে ধারালো। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তখন সকলকে আদেশ করবেন, ভয়ংকর এই পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য। একে একে দুনিয়ার সকল মানুষ পুলসিরাতে আরোহণ করবে। যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে সে শাশ্বত সুখ ও নেয়ামতরাজিতে ভরপুর চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে অতিক্রম করতে পারবে না চির দুঃখ ও অশান্তি ঘেরা জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তখন তার আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ কোনো কোনো বান্দাকে দেবেন বিশেষ একপ্রকার নুর বা আলো, যার সাহায্যে তারা খুব সহজেই পেরিয়ে যাবে পুলসিরাত। আল্লাহপ্রদত্ত সে আলোর পাওয়ার এতই অধিক হবে যে, তাদের সামনে ও পেছনে যারা চলবে আলো তাদেরও পুলসিরাত অতিক্রম করতে সহায়তা করবে। সেদিন প্রত্যেককে তার ঈমান,

---

৯৪ সুরা মুহাম্মদ: ১৯

Scanned with CamScanner

আমল, তাকওয়া অনুযায়ী বিশেষ নুর দেওয়া হবে। কারো আলো হবে বিশাল পাহাড় পরিমাণ। কারো হবে আকাশের নক্ষত্র সমপরিমাণ। কাউকে আবার দেওয়া হবে পায়ের বৃদ্ধ আঙুলের পরিমাণ আলো। যার ঈমান, আমল, তাকওয়া যত অধিক হবে তার আলোর পরিমাণও হবে তত বড়। আল্লাহপ্রদত্ত সে আলো একবার জ্বলে উঠবে একবার নিভে যাবে। যখনই জ্বলে উঠবে বান্দা এক কদম অগ্রসর হবে। আর যখনই নিভে যাবে বান্দা থেকে যাবে। সেদিন পুলসিরাতের ওপর দিয়ে চলতে চলতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকবেন,

اللّٰهُمَّ سلم سلم

'হে আল্লাহ! আপনি রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি রক্ষা করুন।'

হে আল্লাহর বান্দা! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে ভেবে দেখো, আমার ও তোমার পরিণতি কেমন হবে? পার্থিব জীবনে যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না, তার হক ও সম্মান যথাযথ রক্ষা করে না তাদের পরিণতি কেমন ভয়াবহ হবে তা অনুমান করা যায় একটি বর্ণনার মাধ্যমে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা একদিন তার স্ত্রীর উরুতে মাথা রেখে কাঁদতে ছিলেন। তাকে কাঁদতে দেখে তার স্ত্রীও কাঁদতে শুরু করেন। এবার তিনি তার স্ত্রীকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বললেন, 'আপনি কাঁদতেছেন তাই আমিও কাঁদতেছি। অতঃপর স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বলেন, কুরআনুল কারিমের এই আয়াত আমার স্মরণ হয়েছে,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

'তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানেই যেতে হবে।'[৯৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এ বলে পুলসিরাতকে বুঝিয়েছেন। তিনি জানেন না, পুলসিরাত তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে নাকি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

---

৯৫ সুরা মারইয়াম: ৭১।

Scanned with CamScanner

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বলেন, 'আমি পুলসিরাতের কথা স্মরণ করছি।'

সেদিনের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে আমাদের কি ক্রন্দন করা উচিত নয়? সত্যিই সে এক ভয়ংকর দিন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনে যার চিত্র এঁকেছেন এভাবে,

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

'মানুষ বলে, আমি যখন মারা যাব তারপর কি আমাকে জীবিত উঠানো হবে? আচ্ছা, তাহলে মানুষ কি স্মরণ করে না যে, ইতিপূর্বে যখন আমি তাকে সৃষ্টি করেছিলাম তখন সে কিছুই ছিল না? সুতরাং তোমার প্রভুর শপথ! অবশ্যই আমি তাদের এবং শয়তানদের একত্রিত করব, তারপর হাঁটুতে ভর করা অবস্থায় তাদের জাহান্নামের চারপাশে নিয়ে আসব। অতঃপর আমি প্রতিটি দল থেকে অবশ্যই টেনে বের করব, কে তাদের মধ্যে পরম করুণাময়ের সবচেয়ে বড় অবাধ্য। আমি তাদেরও ভালো জানি যারা জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার অধিক যোগ্য। আর তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানে যেতে হবে। এটি তোমার প্রভুর অনিবার্য সিদ্ধান্ত। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল আমি তাদের উদ্ধার করব এবং জালেমদের হাঁটুতে ভর করা অবস্থায় সেখানে রেখে দেব। সুতরাং আমরা কি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহকে ভয় করে?'[৯৬]

শোনো! সেদিন যারা পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে যাবে এবং যারা অতিক্রম করতে না পেরে জাহান্নামে পতিত হবে তাদের কথা। কারা

---

৯৬ সুরা মারইয়াম: ৬৬-৭২।

Scanned with CamScanner

সেই সৌভাগ্যবান যাদের আল্লাহ তায়ালা পুলসিরাত অতিক্রম করার তাওফিক দিবেন। এবং কারা সেই দুর্ভাগা যারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পতিত হবে ঘোরতর বিপদ ও জ্বলন্ত আগুনে প্রজ্বলিত জাহান্নামে।

ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

'যারা ছোটোখাটো অপরাধ করে ফেললেও বড় বড় পাপ ও সকল প্রকার কুকর্ম থেকে দূরে থাকে। তোমার প্রভু ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন, যখন তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মায়ের পেটে ভ্রুণ ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদের সাফাই গেয়ো না। তিনি ভালো জানেন কে তাকওয়া অবলম্বনকারী।'[৯৭]

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ

'যারা প্রতিদানের দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা তাদের প্রভুর শাস্তিকে ভয় করে–আসলেই তাদের প্রভুর শাস্তি

---

৯৭ সুরা নাজম: ৩২।

Scanned with CamScanner

থেকে কেউ নিরাপদ নয়–যারা তাদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী কিংবা মালিকানাধীন দাসীদের সঙ্গে (যৌনকর্ম) ছাড়া, কেননা, সেক্ষেত্রে তারা দোষমুক্ত। কিন্তু যারা তাদের ব্যতীত অন্যদের কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে, যারা সঠিকভাবে তাদের সাক্ষ্যদান সম্পন্ন করে এবং যারা তাদের নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে, তারাই সম্মানের সাথে জান্নাতে স্থান পাবে।'[৯৮]

জান্নাত ও জাহান্নাম

পুলসিরাত পারাপার শেষে সমাপ্ত হবে কেয়ামত দিবসের কার্যক্রম। তখন সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করবেন। এক শ্রেণি যাবে জান্নাতে, আরেক শ্রেণি যাবে জাহান্নামে। তারাই সফলকাম যারা জান্নাতে যাবে এবং ব্যর্থ তারাই যারা জাহান্নামে যাবে। সফলতা ও ব্যর্থতার চূড়ান্ত ফয়সালা হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহান্নামই হবে মানবজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড। যারা জান্নাতে যাবে তাদের খুশির অন্ত থাকবে না। যারা জাহান্নামে যাবে তাদের আক্ষেপ ও অনুশোচনার শেষ থাকবে না। এটি এমন এক সফলতা যার পর আর কোনো ব্যর্থতা থাকবে না এবং এমন এক ব্যর্থতা যার পর আর কোনো সফলতা থাকবে না।

সেদিন জন্ম ও মৃত্যুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। সেদিনের পর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না এবং মৃত্যুবরণ করবে না। হযরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন মৃত্যুকে একটি শিং-ওয়ালা ভেড়ার আকৃতিতে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে হাজির করা হবে। তখন জান্নাতিদের আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা কি এটি চেন?' তারা তাকিয়ে বলবে, 'হ্যাঁ, এটি মৃত্যু।' অনুরূপভাবে জাহান্নামিদের আহ্বান করে বলা হবে, তোমরা কি এটি চেন? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, এটি মৃত্যু।' অতঃপর সে ভেড়াটি জবাই করে দেওয়া হবে। তারপর জান্নাতি ও

---

৯৮ সুরা মাআরিজ: ২৬-৩৫।

Scanned with CamScanner

জাহান্নামিদের ডেকে বলা হবে, 'তোমরা চিরকাল এভাবে বসবাস করতে থাকো। তোমাদের কোনো মৃত্যু নেই।'

চিন্তা করে দেখো, যারা জান্নাতে যাবে তাদের সৌভাগ্য কী পরিমাণ। আর যারা জাহান্নামে যাবে তাদের আক্ষেপ ও অনুশোচনার পরিমাণ কত।

অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পড়তে থাকেন,

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

'দুঃখের দিন সম্পর্কে আপনি তাদের সতর্ক করে দিন; যখন সকল বিষয় মীমাংসিত হয়ে যাবে। (এখন) তারা বেখবর অবস্থায় আছে এবং তারা বিশ্বাস করে না। আমিই পৃথিবী ও তার ওপরের সকলের মালিক। তাদের আমার নিকটই ফিরিয়ে আনা হবে।'[৯৯]

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦١) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٦٣) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ

৯৯ সুরা মারইয়াম: ৩৯-৪০।

Scanned with CamScanner

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٩) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٩) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٠) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

'যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে কেয়ামতের দিন তুমি তাদের মুখমণ্ডল দেখবে কালো। জাহান্নামে কি অহংকারীদের জন্য কোনো আবাসস্থল নেই? (অবশ্যই আছে, সেখানেই তারা বসবাস করবে।) আল্লাহ মুত্তাকিদের তাদের সাফল্যসহ মুক্তি দেবেন। অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করবে না এবং তাদের কোনো দুঃখবোধও থাকবে না। আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক। আসমান ও জমিনের চাবি তারই নিকটে। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (হে নবী) আপনি বলুন, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ দিচ্ছ? তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহি পাঠানো হয়েছে যে, যদি শিরক করো তাহলে অবশ্যই তোমার কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অন্তর্ভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্তদের।

আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের দলভুক্ত হও। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তার হাতের মুঠোয় থাকবে। আসমানসমূহ তার ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। তিনি পবিত্র ও মহান। তারা যা কিছু তার সাথে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। কেয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ

Scanned with CamScanner

যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত আসমান ও জমিনের সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। অতঃপর আবার তাতে ফুঁক দেওয়া হবে; আর তখনি তারা উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে থাকবে। পৃথিবী তার প্রভুর নুরে উজ্জ্বল হবে। আমলনামা সামনে রাখা হবে, নবী ও সাক্ষীদের নিয়ে আসা হবে এবং সকলের মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পুরোপুরি দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে তিনি তা ভালো করে জানেন। কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। যখন তারা তার কাছে আসবে তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদের বলবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসুল আসেনি, যারা তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তোমাদের পাঠ করে শোনাত এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করত?' তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। বলা হবে, জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো সেখানে চিরকাল থাকার জন্য। অতএব কত খারাপ অহংকারীদের বাসস্থান।'[১০০]

অপর দল যারা হবে জান্নাতের বাসিন্দা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

'যারা তার প্রভুকে ভয় করত, দলে দলে তাদের জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জান্নাতের রক্ষীরা বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হবে। তোমরা খুশি হও এবং চিরকাল থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো। (প্রবেশ করে) তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন। তিনি (তার ওয়াদা মোতাবেক) আমাদের (জান্নাতের) এ ভূমির অধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের

১০০ সুরা যুমার: ৬০-৭২।

যেখানে ইচ্ছা নিবাস স্থাপন করতে পারি। অতএব কত উত্তম সৎকর্মীদের পুরস্কার।'[১০১]

আমাদের কী প্রস্তুতি রয়েছে সেদিনের জন্য, যেদিন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে হিসাব গ্রহণের জন্য একত্রিত করবেন? সেদিন তাদের কেমন পরিণতি হবে যারা আল্লাহকে ভয় করে না, তার হক ও সম্মান যথাযথ রক্ষা করে না?

হে আল্লাহর বান্দাগণ! করজোর মিনতি করছি, তোমাদের অন্তরে তাকওয়া অর্জন করো। তোমরা আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় করো। কেয়ামত ও হাশর দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রস্তুতি গ্রহণ করো। হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'পার্থিব জীবন কতক লোককে ধোঁকায় ফেলে। কোনো প্রকার নেক আমল ছাড়াই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবর জগতে চলে যায়। অথচ তারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করি। তাদের এ কথা নির্জলা মিথ্যা। কারণ, তারা যদি আল্লাহর প্রতি সুধারণাই পোষণ করত তাহলে অবশ্যই পৃথিবীতে তারা নেক আমল করত।'

অচিরেই আমরা আমাদের জীবনের মূল্য বুঝতে পারব, বুঝতে পারব পার্থিব জীবনের প্রতিটি সময়ের গুরুত্ব। যেদিন আমরা চলে যাব দুনিয়া ও দুনিয়াতে আমাদের সকল প্রিয় মানুষদের ছেড়ে সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে পারব, কোন অন্ধকার জগতে প্রবেশ করছি। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করেও যদি চিৎকার করে বলি, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাদের পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, আমরা নেক আমল করব, তথাপিও আল্লাহ তাদের ডাকে বিন্দুমাত্র সাড়া দেবেন না।

হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ! জেনে রাখো! এখনই সময় নেক আমল করার। পার্থিব জীবন কেবল খেল-তামাশার জন্য নয়। ভোগ ও বিলাসিতায় কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। পার্থিব জীবন তো মুমিনের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্র। নেক আমল ও আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আখেরাত সুন্দর করার সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অর্জন করে পরকালে জান্নাত লাভের অফুন্ত মাধ্যম। জেনে রাখো! পার্থিব জীবন যতই দীর্ঘ হোক, প্রকৃতপক্ষে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। অবশ্যই এর সমাপ্তি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয়

---

১০১ সুরা যুমার: ৭২-৭৩।

Scanned with CamScanner

করো। পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করো। প্রস্তুতি গ্রহণ করো কেয়ামতের বিভীষিকাময় দিবসের জন্য। কুরআন তিলাওয়াত করো এবং চিন্তা করো আল্লাহর সেই কথা, 'যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত।'

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন দেখেও না দেখে আমরা আপনাকে ভয় করি। হে আল্লাহ! দরিদ্র ও সচ্ছল উভয় অবস্থায় আমরা আপনার সন্তুষ্টির প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার চেহারা দর্শনের আনন্দলাভের প্রার্থনা করি। আপনার সাক্ষাৎলাভের প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ! হে রাহমানুর রাহিম! আপনি আমাদের ঈমানের সাজে সজ্জিত করুন। হে আল্লাহ! হে দয়ালু মেহেরবান! আপনি আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আপনি আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন। আমাদের সরল-সঠিক পথে অটুট ও অবিচল রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নিজ দেশে নিরাপদ রাখুন। আমাদের দেশকে শান্ত ও নিরাপদ রাখুন। আমাদের দেশের শাসক ও নেতাদের সৎপথে পরিচালিত করুন। তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের দেশকে এবং সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে শত্রুর শত্রুতা থেকে হেফাজত করুন। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুসলিম দেশগুলোকে নিরাপদ রাখুন। শত্রুর সকল অনিষ্টতা থেকে মুসলিম মানচিত্রগুলো মুক্ত ও শান্তির চাদরে ঢেকে রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীনকে, আপনার কিতাবকে, আপনার নবীর সুন্নতকে এবং আপনার মুমিন বান্দাদের অফুরন্ত সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি সাহায্য করুন। আপনি সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! হে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের সাহায্য করুন। তাদের রণাঙ্গনে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! হে সাহায্যকারী! আপনি মুজাহিদদের সাহায্য করুন— যেভাবে সাহায্য করেছেন বদরের রণাঙ্গনে। তাদের বিজয় দান করুন— যেমন বিজয় দান করেছেন বদরে মুসলমানদেরকে। হে আল্লাহ! যারা মুজাহিদদের সাহায্য করছে আপনি তাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ যারা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করছে, আপনি তাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলমানদের লাঞ্ছিত করছে তাদের লাঞ্ছিত করুন।

Scanned with CamScanner

যারা মুসলমানদের মিটিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আপনি তাদের মিটিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হয়ে যান। আমাদের আপনার বানিয়ে নিন। আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে দিন আপনার ভালোবাসায়।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بَالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِيْ القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

Scanned with CamScanner

আমার অশান্ত হৃদয় ক্রন্দন করে দুনিয়ার জন্য অথচ আমি জানি প্রগাঢ় শান্তি হলো দুনিয়াকে ত্যাগ করার মাঝে। মৃত্যুর পর আমার বাসগৃহ হবে সেটি যা আমি নির্মাণ করেছি মৃত্যুর পূর্বে। আমল যদি ভালো হয় তাহলে বাসগৃহ হবে সুন্দর। নচেৎ বাসস্থান হবে নিকৃষ্ট ও ভয়ংকর।' আলাহ তায়ালা আখেরাতে বান্দার সাথে তেমনই আচরণ করবেন যেমনটি বান্দা দুনিয়াতে অর্জন করেছে। আখেরাতের বাসস্থান তেমনি হবে যেমনটি দুনিয়াতে নির্মাণ করেছে। যদি আলাহর আনুগত্য ও নেক আমলের মাধ্যমে উত্তম গৃহ নির্মাণ করে তাহলে বাসস্থান হবে আরামদায়ক ও প্রশান্তিঘেরা। আর যদি অবাধ্যতা ও গোনাহ করে তাহলে বাসস্থান হবে নিকৃষ্ট। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পুণ্যময় আখেরাতের জন্য প্রয়োজন আলাহর আনুগত্য করা। তার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

Scanned with CamScanner